পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

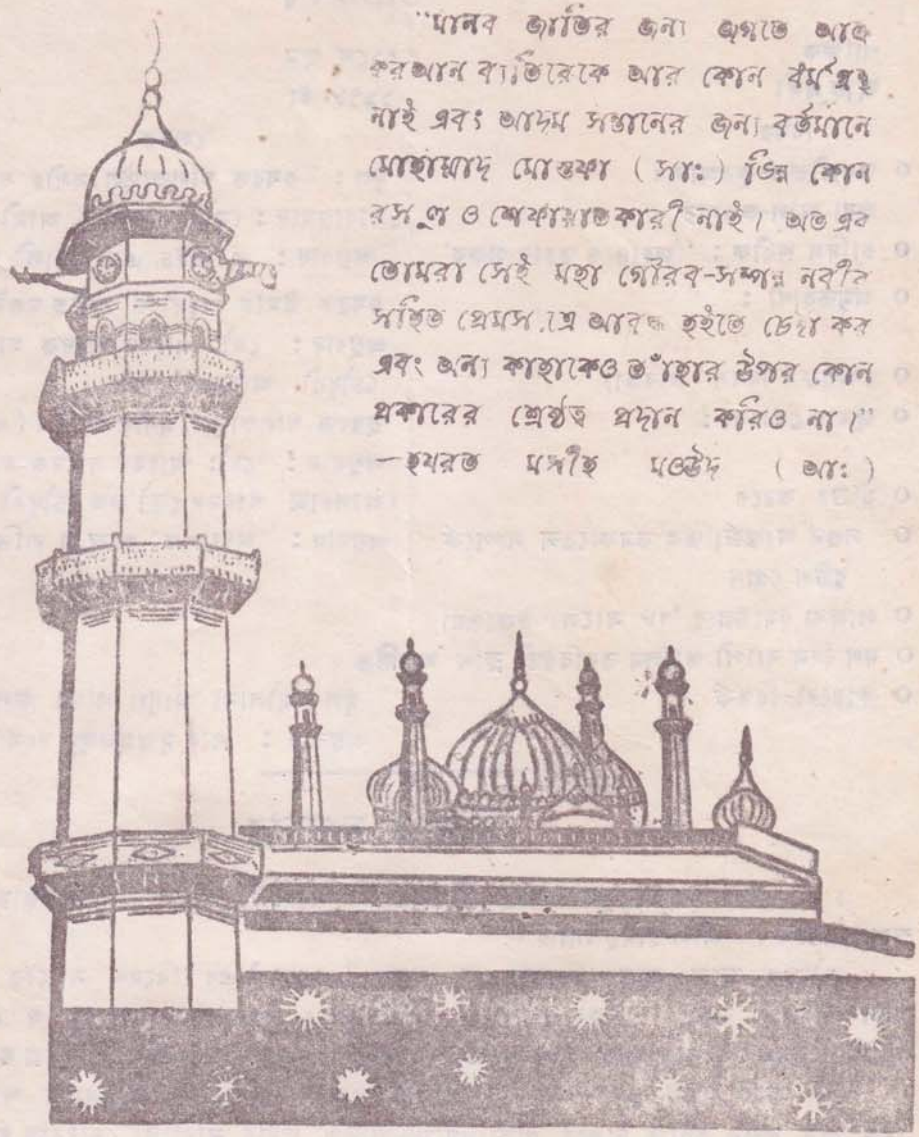

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩২শ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

১৫ই আষাঢ়, ১৩৮৫ বাংলা : ৩০শে জুন, ১৯৭৮ ইং : ২৩শে রজব ১৩৯৮ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২ ১/২ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ৩১শে জুন ৩১শ বর্ষ
আহ্‌মদী ১৯৭৮ ইং ৪র্থ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ তফসীরুল-কুরআন : সূরা আল-কওসার	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
০ হাদিস শরীফ : 'জিহাদ ও তহার গুরুত্ব'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৬
০ অমৃতবাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৯
০ খেলাফত দিবস (কবিতা)	চৌধুরী আবদুল মতিন	৮
০ জুমার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১২
০ যীশুর কবরে	(আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী	২০
০ লণ্ডন আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সম্পর্কে বৃটিশ প্রেস	অনুবাদ : অধ্যাপক আব্দুল লতিফ	২৫
০ লাজনা ইমাউল্লার '৭৮ সালের ইজতেমা		৩১
০ দশ দিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাশ অনুষ্ঠিত		৩৩
০ কায়রো-বিতর্ক	মূল :মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী অনুবাদ : শাহ মুস্তাফিজুর রহমান	৩৫

জামাত সমাচার

১) হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) লণ্ডনে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ।

মৌখিক সূত্রে জানা গিয়াছে যে, হুজুর (আইঃ)-এর বিদেশ সফরের পরবর্তী পর্যায় হইল আফ্রিকা সফর। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি হুজুর আকদাসের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ও সাফল্যের জন্য খাসভাবে দোওয়া জারী রাখিবেন। আল্লাহুম্মা আমীন।

২। ঢাকা ১৬ই জুন—মহ্‌তারম আমীর সাহেব, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া বিগত ১৪ই জুন লণ্ডন হইতে ঢাকায় প্রত্যাগমনের পরবর্তী জুমার নামাযের খোৎবায় লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেন এবং উহার গুরুত্ব ও কল্যাণময় প্রভাব সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া ভ্রাতা ও ভগ্নিগণকে উহার গভীর ও সুদূর প্রসারী সুফলোদয়ের জন্য খাসভাবে দোওয়া করিতে বলেন।

৩ চট্টগ্রাম, ১৮ই জুন—চট্টগ্রাম জামাত আহ্‌মদীয়া স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে 'খেলাফত দিবস' উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ সভার আয়োজন করে। কুরআন তেলাওয়াত ও নজম পাঠের পর খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তৃতা দান করেন যথাক্রমে সর্বজনাব মাসুদুর রহমান, ফরিদ আহমদ, এস, এ, নিজামী ও সভাপতি গোলাম আহমদ খান সাহেব।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩২শ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

১৫ই আষাঢ়, ১৩৮৫ বাং : ৩০শে জুন, ১৯৭৮ ইং : ৩০ এহসান, ১৩৫৭ হিজরী শামসী

'তফসীরে কোরআন'—

সুরা কওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত) —মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতর পর)

(২) যখন হযরত খাদিজা (রাঃ) আঁ-হযরত (সাঃ)-কে বিবাহ করেন, তখন তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, "আমি ধনবতী এবং আমার স্বামী দরিদ্র। কোনো সময়ে তাঁহার অভাব ঘটিলে, আমার নিকট তাঁহার চাহিবার প্রয়োজন হইতে পারে এবং এজন্য তিনি মনে সংকোচ বোধ করিতে পারেন। এরূপ হইলে সংসার কিভাবে সুখের হইবে।" তিনি অত্যন্ত হুঁশিয়ার এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্না মহিলা ছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, যদি তিনি তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর খেদমতে পেশ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার মনে আর সংকোচ থাকিবে না যে স্ত্রীর নিকট সাহায্য চাহিতে হইতেছে। তিনি যদেচ্ছা খরচ-পত্র করিতে পারিবেন। তদনুযায়ী বিবাহের কয়েক দিন পরেই খাদিজা (রাঃ) আঁ-হযরত (সাঃ)-কে বলিলেন, "আমি আপনার নিকট এক প্রস্তাব পেশ করার অনুমতি চাই। আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহা হইলে আমি বলি।" তিনি উত্তর দিলেন, "কি প্রস্তাব, বল।" খাদিজা (রাঃ) বলিলেন, "আমি স্থির করিয়াছি যে, আমার সব সম্পত্তি এবং কৃতদাসগণকে আপনার খেদমতে পেশ করিয়া দিই এবং এ সকলের স্বত্ব স্বামীত্ব আপনার হউক। যদি আপনি আমার প্রস্তাব মঞ্জুর করেন, তাহা হইলে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করিব।" তিনি বলিলেন, 'খাদিজা

(রাঃ) ! তুমি কি ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া লইয়াছ ? যদি তোমার সব সম্পত্তি আমাকে প্রদান কর, তাহা হইলে ও সবের আমি মালিক হইয়া যাইব, তোমার কোন অধিকার থাকিবে না।" হযরত খাদিজা (রাঃ) বলিলেন, "আমি সবদিক বিবেচনা করিয়াই এই প্রস্তাব পেশ করিয়াছি। আমি বুঝিয়াছি যে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের ইহাই একমাত্র উত্তম পন্থা।" তিনি উত্তরে বলিলেন, "তুমি আবার ভাবিয়া দেখিয়া লও।" খাদিজা (রাঃ বলিলেন, "আমি সত্যই ভাল করিয়া ভাবিয়া লইয়াছি।" তিনি বলিলেন, "যদি তুমি সত্যই ভাল করিয়া ভাবিয়া এরূপ স্থির করিয়া থাক এবং তোমার সারা সম্পদ ও গোলামগণকে আমায় প্রদান কর, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, আমি ইহা পছন্দ করি না যে আমারই মত আর একজন মানুষ আমার কৃতদাস বলিয়া সমাজে পরিচিত হয়। আমি সর্বপ্রথম গোলামগণকে আযাদ করিব" হযরত খাদিজা (রাঃ) বলিলেন, "এখন আপনি তাহাদের মালিক, আপনি তাহাদের সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন" এই উত্তর শুনিয়া আঁ-হযরত (সাঃ) অত্যন্ত খুশী হইলেন। অতঃপর তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া খানাকাবায় গেলেন এবং এলান করিলেন, "খাদিজা (রাঃ) আমাকে তাহার সারা সম্পদ ও গোলামগণকে দান করিয়া দিয়াছে। আমি গোলামগণকে আযাদ করিয়া দিতেছি।" আজকাল যদি কেহ কোন সম্পদ পায়, তাহা হইলে সে বলিবে, "চল মোটর খরিদ করিয়া কুঠি নির্মাণ করি এবং ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া আসি।" কিন্তু সম্পদ পাইয়া আঃ হযরত (সাঃ)-এর মনে খাহেস পয়দা হইল যে, যে ব্যক্তি আমার ন্যায় আল্লাহর বান্দা এবং আমারই মত বুদ্ধি-বিবেচনা রাখে, সে কেন গোলাম হইবে ?" এই ঘোষণা শুধু আরবের জন্য নয়, বরং সারা দুনিয়ার জন্য এক অপূর্ব ব্যাপার ছিল। কিন্তু তথাপি আঁ-হযরত (সাঃ) ইহার ঘোষণা করিলেন এবং এইভাবে তিনি সম্পদের অধিকারী হইয়া অসাধারণ বদান্যতার প্রমাণ দিলেন।

(৫) হযরত রসুল করীম (সাঃ) যখন এই ঘোষণা করিলেন, তখন মুক্তি পাইয়া যায়েদ ইব নে-হারেস ব্যতিরেকে সকল গোলাম চলিয়া গেল। যায়েদ আঁ:-হযরত (সাঃ) এর পুত্ররূপে সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন। তিনি আসিয়া আঁ:-হযরত (সাঃ)-কে বলিলেন "আপনি তো আমাকে আযাদ করিয়া দিয়াছেন ; কিন্তু আমি আযাদী চাহি না ; আমি আপনার নিকটে থাকিব। আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহাকে বার বার বুঝাইলেন "তুমি মুক্ত, তুমি আপন আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ফিরিয়া যাও।" কিন্তু হযরত যায়েদ (রাঃ) বলিলেন, "আপনার মধ্যে যে ভলবাসা ও আন্তরিকতা দেখিয়াছি, উহার কারণে আপনি আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়।" যায়েদ এক সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ছিলেন।

কিন্তু অল্প বয়সে ডাকাতেরা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং অন্যের নিকট বিক্রয় করিয়া দেয়। বিভিন্ন হস্তে ফিরিতে ফিরিতে তিনি হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর নিকটে আসিলেন। তাঁহার বাপ, চাচা তাঁহার জন্য পেরেশান হইয়া তাঁহার সন্ধানে বাহির হইলেন। তাঁহারা খবর পাইলেন যে, যায়েদ রোমে চলিয়া গিয়াছেন। সেখানে গিয়া খবর পাইলেন যে, তিনি আরবে গিয়াছেন। আরবে আসিয়া তাঁহারা খবর পাইলেন যে, তিনি মক্কায় আছেন। মক্কায় আসিয়া তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, তিনি হযরত রসুলে করীম (সাঃ) এর নিকটে আছেন। তাঁহারা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিকট গিয়া বলিলেন, "আমরা আপনার সৌজন্য ও বদান্যতার কথা শুনিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনার নিকট আমাদের সন্তান আছে। আপনি তাঁহার জন্য যে কোন মুক্তিমূল্য চাহিবেন, আমরা তাহা দিতে প্রস্তুত আছি। আপনি তাঁহাকে আযাদ করিয়া দিন। তাহার মাতা বৃদ্ধা এবং তাহাকে হারাইবার দুঃখে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার জন্য যে কোন মূল্য চাহিবেন উহা আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া তাহাকে মুক্তি দিলে আমরা বড়ই বাধিত হইব।" হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, "আপনাদের সন্তান আমার গোলাম নহে, আমি তাঁহাকে পূর্বেই আযাদ করিয়া দিয়াছি।" অতঃপর তিনি যায়েদকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমার পিতা এবং চাচা তোমাকে লইতে আসিয়াছেন। তোমার মাতা বৃদ্ধা, তিনি তোমার বিরহে কাঁদিয়া অন্ধ হইয়া গিয়াছেন। আমি তোমাকে মুক্তি প্রদান করিয়াছি। তুমি আমার গোলাম নহ। তুমি তাহাদের সহিত গৃহে ফিরিয়া যাও।" হযরত যায়েদ (রাঃ) জবাব দিলেন "আপনি তো আমাকে মুক্তি দিয়াছেন, কিন্তু আমি মুক্তি চাহি না, আমি নিজেকে আপনার গোলাম বলিয়াই জানি।" তিনি তাঁহাকে বলিলেন "তোমার মাতা বড়ই শোকাতুরা এবং চাহিয়া দেখ তোমার পিতা এবং চাচা কত দেশ ঘুরিয়া এবং কত কষ্ট স্বীকার করিয়া তোমাকে লইতে আসিয়াছেন। তুমি তাঁহাদের সংগে ফিরিয়া যাও।" যায়েদের পিতা ও চাচা তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি তাহাদের সহিত যাইতে অস্বীকার করিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন "অবশ্যই আপনারা আমার পিতা ও চাচা এবং আপনারা আমাকে ভালবাসেন, কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সহিত আমার যে সম্বন্ধ কায়েম হইয়াছে, উহা কিছুতেই ভাঙ্গিবে না। আমার মাতা বড়ই কষ্টে আছেন জানিয়া দুঃখীত হইলাম, কিন্তু আমি আঁ-হযরত (সাঃ)-কে ছাড়িয়া বাচিব না।" যখন যায়েদ এই সব কথা বলিলেন, তখন আঁ-হযরত (সাঃ) খানা কাবায় গিয়া ঘোষণা করিলেন, যায়েদ আমার প্রতি যে ভালবাসার প্রকাশ দেখাইয়াছে উহার কারণে আজ হইতে আমি তাহাকে পুত্ররূপে বরণ করিলাম। ইহা শুনিয়া যায়েদের পিতা

এবং চাচা উভয়েই একান্ত সন্তুষ্ট চিত্তে দেশে ফিরিয়া গেলেন, কারণ তাঁহারা দেখিলেন যে, তাঁহাদের সন্তান পরম সুখে কালযাপন করিতেছে। সুতরাং ইহা আঁ-হযরত (সাঃ) এর কামাল আখলাকের প্রমাণ যে, যখন যায়েদ (রাঃ) বিশ্বস্ততার প্রকাশ দেখাইলেন তখন তিনি তাহার অসাধারণ মমতার পরিচয় দিলেন।

(৬) যখন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উপর ওহীর নযুল আরম্ভ হইল, তখন তিনি তাঁহার অসাধারণ বিনয়ের পরিচয় দিলেন। আমরা সচরাচর দেখি কেহ কোন এলহাম পাইলে বা কোন স্বপ্ন দেখিলে অন্যদের নিকট দৌড়াইয়া গিয়া বলে, "আমি এই এলহাম পাইয়াছি এবং এই স্বপ্ন দেখিয়াছি।" কিন্তু যখন তাঁহার নিকট জীবরাইল (আঃ) আসিয়া বলিলেন, اقْرَأْ "পাঠ কর।" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি পড়িতে জানি না।" তিন বার এই উত্তর দেওয়ার পরও যখন দেখিলেন যে, খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে জীবরাইল (আঃ) একই আদেশ জানাইতেছেন, তখন তিনি আদেশ পালন করিলেন এবং তিনি হযরত মুসা (আঃ)-এর ন্যায় বলিলেন না যে "হে আমার রব। আমাকে একজন সহযোগী দিন", বরং তিনি একাকী স্বীয় স্কন্ধে কর্তব্যভার তুলিয়া লইলেন এবং কোন সহযোগী পাইবার দাবী জানাইলেন না।

(৭) আঁ-হযরত (সাঃ) যখন জনগণের নিকট তাঁহার দাবী পেশ করিলেন, তখন যেমন একদিকে অসাধারণ বিরুদ্ধাচরণ হইল অপরদিকে তিনি তেমনি অসাধারণ ধৈর্যের নমুনা দেখাইলেন। তাঁহার উপর নানা প্রকার যুলুম চলিতে লাগিল এবং তাঁহাকে নানা প্রকার কষ্ট দেওয়া হইতে লাগিল, কিন্তু তিনি সকলই বিস্ময়কর নীরবতার সহিত সহ্য করিতে লাগিলেন। এক সময়ে তিনি খানা কাবার বাহিরে এক খণ্ড প্রস্তরের উপর বসিয়াছিলেন। এমন সময়ে আবু জেহেল আসিয়া তাঁহাকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করিতে লাগিল। তিনি গালে হাত দিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি একই ভাবে বসিয়া তাহার গালি-গালাজ শুনিতে লাগিলেন। তাঁহাকে কোন জবাব দিতে না দেখিয়া আবু জেহেলের রাগ আরও বাড়িয়া গেল। তাহার হাতে একটা লাঠি ছিল। উহার দ্বারা তাঁহাকে দুইটি বাড়ি দিয়া আরও গালি-গালাজ করিতে লাগিল। কিন্তু তবুও আঁ-হযরত (সাঃ) তাহার বিরুদ্ধে না হস্ত উঠাইলেন, না টু শব্দ করিলেন যে, তাঁহার অপরাধ কি? আবু জেহেলের রাগ ঠাণ্ডা হইল না। বহুক্ষণ যাবৎ গালি-গালাজ করিয়া অবশেষে ক্লান্ত হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। হামযা (রাঃ)-এর এক কৃতদাসী ছিল। সে গালিগালাজের শব্দ শুনিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া সব দেখিল ও শুনিল, এই যুলুম দেখিয়া তাহার মনে অত্যন্ত

আঘাত লাগিল এবং সে মনে মনে রাগে ফুলিতে লাগিল। হযরত হামযা (রাঃ) বাহিরে গিয়াছিলেন। তিনি একজন যোদ্ধা ছিলেন। তিনি হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর সম্বন্ধে কথা শুনিয়াছিলেন কিন্তু তিনি সে বিষয়ে এযাবৎ কোন মনোযোগ দেন নাই। তিনি দিবা-রাত্রি শিকার করিয়া বেড়াইতেন এবং ইহাকে তিনি পরম উপভোগের জীবন বলিয়া মনে করিতেন। সন্ধ্যা বেলায় তিনি ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহে শিকার হইতে ফিরিলেন। স্কন্ধে তীর-ধনুক এবং হস্তে শিকার লইয়া যখন তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার ভাবটা এমনি ছিল যেন, কোন সেনাপতি যুদ্ধ জয় করিয়া আসিল। কৃতদাসী এই অপেক্ষাতেই ছিল যে, হামযা (রাঃ) গৃহে আসিলে তাঁহার সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া করিবে। পুরাতন দাসী ঘরের আপন জনের ন্যায় হইয়া থাকে। তদনুযায়ী হামযা (রাঃ)-কে দেখিয়া সে দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, 'আপনি দেখি বড় বাহাদুর সাজিয়া ফিরিতেছেন জানোয়ার মারা কোন একটা কাজ ? ইহা তো সকলেই করিতে পারে। আজ আবু জেহেল আপনার ভাতিজাকে গালিগালাজ করিয়া মারিয়াছে এবং তিনি চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, মুখে টু শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করেন নাই। আপনার এদিকে কোন খেয়াল নাই আপনি সদা শিকারে মশগুল।" হযরত হামযা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছিল।" তখন কৃতদাসী সারা বৃত্তান্ত শুনাইল। তিনি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আত্মীয় ছিলেন এবং তিনি তাঁহার বিষয় কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন। কিন্তু এযাবৎ সেদিকে তিনি মনোযোগ দেন নাই। কিন্তু এখন তাঁহার উপর যুলুমের ঘটনা শুনিয়া, তাঁহার মর্যাদাবোধ জাগ্রত হইল এবং তিনি তদ-অবস্থায় বাহির হইয়া খানা কাবায় গেলেন, যেখানে আবু জেহেল তখন মক্কার অন্যান্য রইসগণের সহিত অবস্থান করিতেছিল এবং ইসলামের বিরুদ্ধে সমালোচনায় রত ছিল। হযরত হামযা (রাঃ)-কে দেখিয়া তাহারা তাঁহার জন্য বসিবার জায়গা করিয়া দিল, কারণ তিনিও একজন রইস ছিলেন। কিন্তু তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। তিনি সোজা আগাইয়া গিয়া আবু জেহেলের মুখে ধনুকের বাড়ি মারিয়া বলিলেন, 'তুই আজ আমার ভাতিজাকে মারিয়াছিস। সে তোকে কিছুই বলে নাই। এখন আমি সর্বসাধারণের সম্মুখে তোর মুখে ধনুকাঘাত করিয়াছি। তোর যদি সাহস থাকে, তাহা হইলে আয়, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।" ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণে অন্যেরা হামযা (রাঃ) এর সহিত মারামারি করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু আবু জেহেল তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া বলিল, "আজ সত্যই আমার পক্ষ হইতে বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। আমি ইহা অনুভব করিতেছি।" অতঃপর উত্তেজিত অবস্থায় হযরত হামযা (রাঃ) খানা কাবা হইতে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট গেলেন এবং বলিলেন, "হে আল্লাহর রসুল! আমি আপনার উপর ঈমান আনিলাম।" সে কোন বিষয় ছিল, যাহার ফলে হযরত হামযা (রাঃ) ঈমান আনিতে পারিয়াছিলেন ? ইহা সেই অসাধারণ ধৈর্যের ফল ছিল, যাহা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) প্রদর্শণ করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

৩১। জিহাদ ও তাহার গুরুত্ব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২১৪। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু-তায়ালা আনহু বলেন: "বনু সাল্‌মা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, তাহারা তাহাদের মহল্লা হইতে উঠিয়া মস্‌জিদ নবুয়ীর কাছে আসিয়া বসবাস করিবে। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইহা পছন্দ করেন নাই। কারন ইহাতে মদিনার ঐ অঞ্চল অরক্ষিত হইয়া পড়িত। শত্রু ঐ দিক দিয়া হঠাৎ ঢুকিয়া পড়ার আশঙ্কা ছিল। এই জন্য তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: "বনি সাল্‌মাহ্, তোমরা কি মস্‌জিদে আসিতে অধিক পদক্ষেপের সাওয়াব চাওনা?" বনি সাল্‌মাহ্ তাহাদের সংকল্প মুলতবী করিল এবং সেই মহল্লাতেই যাহা মদিনার এক প্রান্তে ছিল বসবাস করিতে থাকিল।

['বুখারী; কেতাবু ফযায়েলেল মদিনাহ বাবু কারাহিয়াতুন্ নাবীয়ে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আন্ তায়রা মদিনাহ্; ১: ২৫৩ পৃঃ]

২১৫। হযরত আনাস্ বিন্ মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: "আমার চাচা আনাস্ বিন নযর রাযিয়াল্লাহু আনহু বদর যুদ্ধে যোগদান করিতে পারেন নাই। এজন্য তাঁহার বড় আফসোস ছিল। তিনি একদিন বলিলেন: 'আল্লাহ্-তায়ালার রসুল, মুশরিকদের সহিত আপনার প্রথম যুদ্ধে আমি শামিল হইতে পারি নাই। যদি আল্লাহ্-তায়ালা ভবিষ্যতে কখনো আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সুযোগ দেন, তবে আমি আল্লাহ্-তায়ালাকে দেখাইব যে, আমি কি করি।' লোকে তাঁহার এই কথায় বিস্ময় বোধ করেন। অতঃপর, যখন উহুদ যুদ্ধ হইল, তখন এমন ঘটনা ঘটিল যে মুসলমানগণ ছত্র ভঙ্গ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের বুহ্য ঠিক রহিল না। ইহাতে আনাস (রাঃ) বলিলেন: "আল্লাহ্, আমি তোমার নিকট ইহাদের (অর্থাৎ, সাহাবাগণের) কার্যের ক্ষমা চাহিতেছি এবং এই শত্রুদের (অর্থাৎ, মুশরিকদের) অত্যাচারের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেছি (অর্থাৎ, দোয়া করিলেন, সাহাবা রাযিঃ যে ভুল করিয়াছেন তাহা ক্ষমা হউক)। অতঃপর, তিনি অগ্রসর হইলে, সায়দ বিন্ মায়ায রাযিআল্লাহু আনহুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। আনাস্‌বিন নযর

তাঁহাকে বলিলেন : 'সাদ, দেখ জান্নাত সন্নিকট। রাব্বে কা'বার কসম। উহাদের ও পার্শ্ব হইতে উহার সুগন্ধি আসিতেছে।' সাঈদ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট এই ঘটনা বলিবার সময় কহিলেন : আনাস যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তাহা করিতে পারি নাই।' হযরত আনাস্ (রাযিঃ) এই ঘটনার মূল বর্ণনাকারী বলেন : আমরা আমাদের চাচা (আনাস্ রাযিয়াল্লাহু-তায়ালা)-কে এমন অবস্থায় শহীদ পাইয়াছিলাম যে আশির কিছু উপর তলোয়ার, নেযা বা তীরের জখম তাঁহার দেহে ছিল। মুশরিকরা তাঁহার চেহারা বিকৃত করিয়াছিল। তাঁহার বোন ছাড়া কেহ তাঁহার লাস চিনিতে পারে নাই। আঙ্গুলের লক্ষণ হইতে তিনি তাঁহাকে সিনাক্ত করেন। আমরা মনে করি যে এতেন লোকের সম্বন্ধে তাঁহাদের শানে এই আয়াত নাযিল হইয়াছিল : "মুমেনগণের মধ্যে কতক লোক এমন যে, তাঁহারা আল্লাহ্-তায়ালার সহিত যে ওয়াদা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের অঙ্গীকারে সত্য সাব্যস্ত হইয়াছেন।" (সুরাহ্ আহযাব ; ৩২ : ২৪)

['বুখারী ; কেতাবুল্-জিহাদ, বাবু কাউলুল্লাহে আযযা ওয়া জ্বাল্লা 'মিনাল্ মুমেনীনা রেজালুন সাদাকু' আল-আয়াত। ১ : ৩৯৩ পৃঃ]

২৯৬। হযরত জাবের বিন্ আব্দুল্লাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা বলেন : "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদিগকে এক যুদ্ধে পাঠাইলেন। হযরত আবু উবায়দাহ্কে (রাঃ) আমাদের আমীর (অধিনায়ক) নিযুক্ত করিলেন। এক কুরায়েশ কাফেলাকে রোধ করিবার ভার আমরা লইলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের পাথেয় শুধু এক থলে খেজুর দিয়াছিলেন। আবু উবায়দাহ্ (রাযিঃ) আমাদিগকে (দৈনিক) একটি একটি খেজুর দিতেন। তাহাতেই আমরা দিনপাত করিতাম। জাবের (রাযি)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল : আপনারা এক একটি খেজুর দ্বারা কি ভাবে দিনপাত করিতেন!' জাবের (রাযিঃ) বলিলেন : 'আমরা চুষিতাম, যেমন শিশু আঙ্গুল চুষিয়া থাকে। উহা মিশিয়া গেলে পর পানি পান করিতাম। এইরূপে রাত পর্যন্ত যাইত। আমরা লাঠি দিয়া গাছের পাতা পাড়িয়া পানিতে ভিজাইতাম, খাইতাম। একদিন আমরা সমুদ্রের তীর ধরিয়া যাইতেছিলাম। একটা টিলার মত দেখিলাম। উহার কাছে গিয়া দেখি কি? উহা আম্বর নামক এক মৎস। সমুদ্রের ধারে মরিয়া পড়িয়া ছিল। আবু উবায়দাহ্ (রাযিঃ) বলিলেন : 'ইহা মরা, খাইতে নাই।' কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বলিলেন : 'আমরা আল্লাহ্তায়ালার রসুলের প্রেরিত। আল্লাহ্-তায়ালার পক্ষে বাহির হইয়াছি। অক্ষমতা মূলক বাধ্যতা (মজবুরী) আছে। এ কারণে খাওয়া যায়।' আমরা

মাছ দ্বারা এক মাস অতিবাহিত করিলাম। আমরা ৩০০ (তিন) শত ব্যক্তি ছিলাম। মাছ খাইয়া সকলেই খুব মোটা হইয়া পড়িলাম। এই মাছের চক্ষু গহ্বর হইতে মশক ভর্তি করিয়া তৈল লইতাম। ষাঁড়ের সমান উহার এক এক টুকরা কাটিতাম একবার আবু উবায়দাহ (রাযিঃ) আমাদের তের জন লোক বাছিয়া মাছটির চোখের গর্তে বসাইলেন। সকলেই উহাতে স্থান পাইল। আবু উবায়দাহ্ (রাযিঃ) উহার একটা পার্শ্ব-অস্থি খাড়া করিলেন। উহা এত বড় ছিল যে সর্বাপেক্ষা বড় উটের উপর চড়িয়া তিনি উহার নীচ দিয়া অনায়াসে চলিয়া গেলেন আমরা এই মাছের ভুনা টুকরা পাথেয়রূপে রাখিলাম। মদিনায় পৌঁছিয়া আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হইলাম। এই মাছের কথা উঠিল। তিনি (সাঃ) বলিলেন: 'আল্লাহ্-তায়ালা তোমাদের জন্য এই রিযিক সরবরাহ করিয়াছিলেন। ইহার কোনো অংশ তোমাদের কাছে অবশিষ্ট আছে কি? আমাকেও দেখাও' আমরা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট কিছু মাংস (মাছের অংশ) পাঠাইলাম। তিনি (সাঃ) খুব সখের সাথে খাইলেন।"

['মুস্‌লিম্‌; কেতাবুস্‌-সাইদে বাবু এবাহতো মাইতাতুল্‌ বাহর; ১-২ : ২৪৫ পৃঃ]

(হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

খেলাফত দিবস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কালের গতিতে আলী ভ্রাতৃদ্বয় ভরত রাজার বলি—
আহমদী খলিফা ঝেড়ে ফেলে দেন নেহেরু রিপোর্টের থলি।
তখনও ফিরেনি মরণমূখী মুসলমানদের জ্ঞান
চোখ খুলে কেহ দেখেনি তবুও খেলাফতের কাদিয়ান।
রুমের সোলতান নির্ব্বাসিত খেলাফত কি হল শেষ—
কভু নহে তাহা হের খেলাফতের অপূর্ব্ব পরিবেশ
ইসলাম সূর্যের আলোক প্রভা খোলাফায়ে রাশেদীন
হৈ-হল্লা করে খলিফা বঞ্চিত দূর্ভাগ্য মোসলেমীন।
ইসলাম নহে এরূপ বৃক্ষ বনি-ইসরাইলের মত
ইসলাম বাগিচার আব-পাশি করিবে খালফারা ক্রমাগত।
আবার হের ঐ খলিফার আগমন বর্ত্তমানের পাড়ে
অশান্তির ছুনিয়ায় শান্তি বিরাজে আহমদীয়াতের দ্বারে।

(ক্রমশঃ)

—চৌধুরী আবদুল মতিন

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

আমি আল্লাহ প্রেরিত সংস্কারক, বিদা'তী নহি, মায়াযাল্লা আমি কোনও বেদা'ত বিস্তারের জন্য আসি নাই, বরং সত্যকে প্রকাশ করিবার জন্যই ওয়াদানুযায়ী আসিয়াছি।

তোমরা চতুর্দিকেই আমার সত্যতার নিদর্শনাদি দেখিতে পাইবে।

এই অধমকে মসীহ্‌র নাম দিয়া প্রেরণ করা হইয়াছে, যেন ক্রুশীয় মতবাদ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

"খোদাতায়ালা ইহা জানেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে তিনি উত্তম সাক্ষী যে, যে জিনিষটি আমাকে তাঁহার পথে সর্ব প্রথম প্রদান করা হইয়াছে, তাহা হইল নির্মল ও সুস্থ হৃদয় (কল্‌বে সলীম)। অর্থাৎ এইরূপ হৃদয়, যাহার প্রকৃত সম্পর্ক ও আকর্ষণ মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ ছাড়া আর অন্য কিছুর সহিত ছিলনা। আমি কোন এক সময়ে যুবক ছিলাম। এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু আমি আমার জীবনে কোনও অংশে খোদাতায়ালা ছাড়া অন্য কাহারও সহিত সাক্ষাৎ ও প্রকৃত সম্পর্ক পাই নাই।..... এবং এই প্রেম-শিখার কারণেই আমি কখনও এরূপ ধর্মে সন্তুষ্ট হই নাই, যাহার আকায়েদ (বিশ্বাস ও শিক্ষা) খোদাতায়ালার মাহাত্ম এবং তওহীদ (একত্ব)-এর পরিপন্থি কিম্বা উহার কোন প্রকার অবমাননার জের টানে। এ কারণেই খৃষ্ট ধর্ম আমার পছন্দ হয় নাই।..... তেমনি ভাবে হিন্দু-ধর্ম, যাহার একটি শাখা আর্যধর্ম, উহা সত্যের স্তর হইতে সম্পূর্ণ স্খলিত।..... হাঁ, সেই মুবারক ধর্ম, যাহার নাম ইসলাম, উহাই একমাত্র ধর্ম, যাহা মানুষকে খোদাতায়ালার সান্নিধ্যে পৌঁছায়। ইহাই একমাত্র ধর্ম, যাহা মানব প্রকৃতির সকল চাহিদাকে পূর্ণ করে। ..... ইসলামের খোদা কাহারও উপর তাঁহার ফয়েয ও কল্যাণের দুয়ার রুদ্ধ করেন না, বরং তিনি দুই হস্ত সম্প্রসারণ করিয়া আহবান জানাইতেছেন যে, আমার দিকে আইস।..... আমার পক্ষে এই নেয়ামত (ঐশী অনুগ্রহ) প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব ছিল না, যদি না আমি আমার সৈয়দ ও মৌলা (প্রভু ও নেতা) ফখরুল আম্বিয়া (নবীগণের গৌরব) খাইরুল বাশার (শ্রেষ্ঠ মানব) হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পথের অনুসারী না হইতাম। সুতরাং আমি যাহা কিছু লাভ করিয়াছি, তাহা একমাত্র তাঁহার অনুসরণেই প্রাপ্ত হইয়াছি।

এবং আমি সত্য ও পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে জানি যে, কোন মানুষ এই মহিমান্বিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পয়রবী ও অনুসরণ ব্যতিরেকে খোদার সান্নিধ্যে পৌঁছিতে পারে না এবং পূর্ণ জ্ঞান-তত্ত্ব হইতে অংশলাভ করিতে সক্ষম নয়।"

('হাকীকাতুল-ওহী, পৃঃ ৫৭-৬২)

"আমি সেই যাবতীয় বিষয়ের উপর ঈমান রাখি, যাহা কুরআন ও সহী হাদীসে লিপিবদ্ধ আছে।.....আমি একজন মুসলমান।

ايها المسلمون انا منكم و امامكم منكم بامر الله تعالى

(অর্থাৎ, হে মুসলমানগণ! আমি তোমাদের মধ্যকার একজন, এবং তোমাদের মধ্য হইতেই আল্লাহ্তায়ালার আদেশে তোমাদের ইমাম হইয়া আসিয়াছি।) সার কথা ইহাই যে, আমি আল্লাহ্তায়ালার তরফ হইতে জ্ঞানপ্রাপ্ত, তাঁহারই আদিষ্ট। তথাপি মুসলমানগণের মধ্য হইতে আমি একজন মুসলমান, যে চৌদ্দ শতাব্দী হিজরীর মাথায় মরিয়ম পুত্র মসীহের গুণে ও রঙে রঙীন হইয়া, দ্বীনের মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) হিসাবে আসমান-জমীনের মহাপ্রভুর পক্ষ হইতে প্রেরিত হইয়াছি। আমি মিথ্যা দাবীকারক নহি—و قد خاب من افترى

অর্থাৎ "মিথ্যা দাবীকারক নিশ্চয় অকৃতকার্য হইয়া থাকে।" (সুরা তোয়াহা, ১৩ রুকু)

খোদাতায়ালা দুনিয়ার উপর দৃষ্টিপাত করিলেন এবং উহাকে আঁধারে নিমজ্জিত দেখিলেন। তাই তিনি বান্দাগণের কল্যাণার্থে তাঁহার এই অধম বান্দাকে নির্বাচণ পূর্বক মনোনীত করিলেন। তোমরা কি ইহাতে আশ্চর্য বোধ কর যে, ওয়াদা অনুযায়ী তিনি শতাব্দীর শিরোভাগে একজন মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) প্রেরণ করিলেন এবং যে নবীর রঙেই তিনি ইচ্ছা করিলেন, তাহারই রঙে তাহাকে সৃষ্টি করিলেন? ইহা কি জরুরী ছিল না যে, সত্য সংবাদদাতা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইত? হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আমি সংস্কারক, বেদা'তী নহি এবং মায়াযাল্লাহ, আমি কোনও বেদা'ত বিস্তারের জন্য আসি নাই, বরং সত্যকে প্রকাশ করার জন্যই আসিয়াছি। প্রত্যেক বিষয়ে, যাহার ভিত্তি ও স্বাক্ষর কুরআন ও হাদিসে বিদ্যমান নাই, বরং উহাদের বিরোধী, আমার দৃষ্টিতে উহাই ধর্মচ্যুতি ও বে-ঈমানী। কিন্তু অল্প সংখ্যক লোকই, যাহারা কালামে-ইলাহীর অন্তর্নিহিত তত্ত্বে উপনীত হইতে পারিত এবং ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের সূক্ষ্ম রহস্যাবলী উপলব্ধি করিতে পারিত আমি দ্বীনে-ইসলামে কোনই কমি বা বেশী করি নাই। আমার সেই দ্বীন, যাহা প্রকৃত পক্ষে তোমাদেরও দ্বীন, এবং সেই মহামান্বিত রসুলই আমার নেতা ও পথ প্রদর্শক, যিনি তোমাদেরও নেতা ও পথ প্রদর্শক। সেই কোরআন করীমই আমার পথ নির্দেশক ও আমার প্রিয় বস্তু এবং আমার বিধান, যাহা মানিয়া চলা তোমাদের জন্যও বাধ্যকর।"

(তবলীগে রেসালাত, ২য় খণ্ড পৃঃ ২১)

অনুবাদ: আহমদ সাদেক মাহমুদ

"এই অধমের সহিত অন্যান্য বুজুর্গাণের চরিত্রগত সাদৃশ্য ছাড়া, যাহা বারাহীনে আহ্‌মদীয়া নামক গ্রন্থে সবিস্তারে উল্লেখ করা হইয়াছে, হযরত মসীহের চরিত্রের সঙ্গেও এক বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই চরিত্রগত সাদৃশ্য হেতুই এই অধমকে মসিহের নাম দিয়া প্রেরণ করা হইয়াছে, যেন ক্রুশীয় মতবাদ ছিন্ন-বিছিন্ন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

সুতরাং আমি ক্রুশ ভাঙ্গিবার এবং শুকর বধ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি। আমি আকাশ হইতে সেই সকল পবিত্র ফেরেস্তা সহ অবতীর্ণ হইয়াছি, যাহারা আমার দক্ষিণে ও বামে আছে, যাহাদিগকে আমার খোদা, যিনি আমার সঙ্গে আছেন, আমার কাজ সিদ্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক সুযোগ্য হৃদয়ে প্রবিষ্ট করিবেন ও করিতেছেন। আমি যদি চুপও থাকি এবং আমার কলম লিখা হইতে বিরতও থাকে, তবুও সেই ফেরেশ্‌তাগণ, যাহারা আমার সংগে অবতীর্ণ হইয়াছে, নিজেদের কাজ বন্ধ করিতে পারে না এবং তাহাদের হস্তে বড় বড় হাতুড়ি রহিয়াছে। এই হাতুড়ি ক্রুশভঙ্গ করিবার এবং সৃষ্টি পূজার মূর্তি ধ্বংস করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছে। ....

এই অধম যেহেতু সততা ও সত্য সমভিব্যাহারে খোদাতা'লার তরফ হইতে আসিয়াছে অতএব তোমরা চতুর্দিকেই তাহার সত্যতার নিদর্শনাদি দেখিতে পাইবে। সেই সময় দূরে নহে, বরং অতি সন্নিকটে, যখন ফেরেশতা বাহিনীকে আকাশ হইতে অবতরণ করিতে এবং এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীগণের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইতে দেখিবে। তোমরা কোরআন শরীফ হইতে এ বিষয় বুঝিয়া থাকিবে যে, মানব হৃদয়কে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তিত করিবার জন্য খলিফাতুল্লাহ্‌র আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশ্‌তাগণের অবতরণ আবশ্যক। অতএব তোমরা এই নিদর্শনের প্রতীক্ষায় থাক। যদি ফেরেশ্‌-তাগণ অবতীর্ণ না হয়, তাহাদের অবতরণের প্রকাশ্য নিদর্শন তোমরা জগতে দেখিতে না পাও এবং সত্যের প্রতি লোকের হৃদয়ে অসাধারণ আকর্ষণ দেখিতে না পাও, তবে তোমরা মনে করিও আকাশ হইতে কেহই অবতীর্ণ হয় নাই। কিন্তু যদি এই সমুদয় বিষয়ই সংঘটিত হইয়া থাকে, তবে তোমরা অস্বীকার হইতে বিরত হও, যেন তোমরা খোদাতা'লার সমীপে অবাধ্য জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন না হও।"

(ফতেহ্‌-ইসলাম, পৃঃ ১৬-২১)

—o—

"ইহা অবশ্যই ঘটিবে যে পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে যে ভাবে পূর্বে মোমেনদেরকে পরীক্ষা করা হইয়াছে। সুতরাং সাবধান থাকিও, কেননা এমন যেন না হয় যে তোমরা হোঁচট খাও। পৃথিবী তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না, যদি আকাশের সাথে তোমাদের সম্পর্ক দৃঢ় থাকে।"

কিশতিয়ে নূহ—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

জুমার খোৎবা

[১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ইং, মসজিদে আকসা, রাবওয়া]

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আই:)

قوا انفسكم و اهليكم نارا

নিজের 'নফ্‌স' বা ব্যক্তি-স্বত্তাকেও এবং 'আহল' বা পরিবার-পরিজনকেও আল্লাহতায়ালার অসন্তুষ্টির আগুন হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টিত হও।

পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে ও বংশ পরম্পরায় সমগ্র মানব জাতিই আহলের অন্তর্ভুক্ত।

ক্রমাগত দোওয়ার দ্বারা তওফিক লাভ কর, যাহাতে তরবিয়তের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্বাবলীকে তোমরা যথাযতভাবে পালন করিতে সমর্থ হও।

সেই শক্তি, যাহার জন্য দুনিয়া ভয় পায়, তাহা হইল সাহি ও প্রকৃত ইসলামী শক্তি, যাহা আপনাদিগকে জমীন হইতে তুলিয়া আসমানের উচ্চ ব্যাপকতা সমূহে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। ইহাই সেই কোরকান, যাহা আমাদিগকে দান করা হইয়াছে।

তাশাহুদ, ও তায়াউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস (আই:) বলেন:

আট দশ দিন অসুস্থ থাকার পর আমি আজ গৃহ হইতে বাহির হইয়াছি। অসুখের ফিলোসফী তো ইসলামে এই বর্ণিত হইয়াছে : اذا مرضت (لشعراء) —অর্থাৎ মানুষ নিজে তাহার অসতর্কতা বা অবহেলা অথবা কোন কোন সময় বুঝিয়া শুনিয়া অসতর্কতার জন্য অসুস্থ হইয়া পড়ে। তারপর আল্লাহতায়ালা আরোগ্যের উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দেন— فهو يشفين (ফা হুয়া ইয়াশফীন)। মানুষের সঙ্গে যে 'দায়ী ইলাশ শর' —অনিষ্টের দিকে আহ্বাকারী বা কুমতি সংযুক্ত আছে উহার ছোট ধরণের একটি অভিব্যক্ত হইতেছে, সে অসুস্থ হইয়া পড়ে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ:) কুরআন করীম এবং আহাদিস হইতে প্রতিবাদিত করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে 'দায়ী ইলাশ্‌ শর'ও সংযুক্ত আছে,

এবং 'দায়ী ইলাল খায়ের'—নিষ্টের দিকে আহ্বানকারী বা সুমতিও সংযুক্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ এরূপ কতক শক্তি আছে যাহা মানুষকে অনিষ্টের দিকে আহ্বান জানায়, যেগুলি মানুষকে শয়তানের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে চায়, আর কতক এরূপ শক্তি আছে যেগুলি মানুষকে কল্যাণ ও মঙ্গল এবং আল্লাহ্তায়ালা'র নৈকট্যের দিকে লইয়া যাইতে চায়। আমি বলিয়াছি যে, অসুস্থতাও এক ছোট ধরণের অনিষ্ট, যাহা 'দায়ী ইলাশ শর' হইতে সৃষ্ট, এবং এতদ্বারা মানুষ অনেকগুলি নেকী হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। যেমন বা-জামাত নামায। যদি মানুষ অসুস্থ থাকে, তাহার জন্য মসজিদে যাওয়া বাধ্যকর নয়। 'শর্' বা অনিষ্ট বলিতে যাহা বুঝায় কুরআন করীম হইতে আমরা এই জানিতে পারি যে, শয়তানের অনুসরণ করাই শর্ এবং 'রুহুল কুদুস' (পবিত্রাত্মা), যাহা প্রত্যেক মানুষের সুপথ নির্দেশের জন্য মানুষের সঙ্গে থাকে, যেমন আমি শুরুতেই বলিয়াছি, 'দায়ী ইলাল খায়ের'-এর শক্তিও মানুষকে দান করা হইয়াছে। সুতরাং রুহুল-কুদুসের হেদায়েত ও পথ প্রদর্শনে, আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্যের পথসমূহ অন্বেষণ করাই খায়ের বা কল্যাণ। শর্ জাহান্নামের দিকে লইয়া যায় এবং খায়ের আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির জান্নাত সমূহের দিকে লইয়া যায়। এবং আমাদিগকে আদেশ করা হইয়াছে যে—

قوا انفسكم و اهليكم نارا - (التحريم : ٧)

ইহাতে দুইটি আদেশ রহিয়াছে। এক, "কু আনফুসাকুম' এবং দ্বিতীয়টি 'কু আহলী-কুম'। প্রথম, নিজেকে বাঁচাও আগুন হইতে ও সেই সকল জিনিষ হইতে, যাহা দোযখ এবং আল্লাহতায়ালার ক্রোধাগ্নির দিকে মানুষকে লইয়া যায়। প্রথমে নিজের নাফস বা ব্যক্তি-স্বত্তাকে জাহান্নাম হইতে রক্ষা করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এবং ইসলামে যে সব চাইতে বেশী অগ্রাধিকার দান করা হইয়াছে, তাহা হইল নিজের নাফ্স্ বা ব্যক্তি-স্বত্তাকে জাহান্নামের আগুন এবং আল্লাহতায়ালার অসন্তুষ্টি হইতে রক্ষা করা। যেমন قوا انفسكم নিজেদের নাফস্কে বাঁচাও। এবং অন্যত্র আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন : لا يضركم من ضل اذا اهتديتم (المائدة) অর্থাৎ, যদি তোমারা নিজেদের নাফস বা ব্যক্তি-স্বত্তাকে শয়তানের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া আল্লাহতায়ালার নৈকট্যের পথসমূহ পরিচালিত হইয়া তাঁহার সন্তোষ অর্জন করিতে পার, তাহা হইলে যাহারা তদ্রূপ প্রচেষ্টা করে না তাহারা তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না আখেরাতের জীবনে বা ইহ জীবনে জান্নাত ও আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের ক্ষেত্রে। কিন্তু ইসলাম যেখানে এই কথার উপরে বিশেষ জোর দিয়াছে যে, প্রত্যেক মানুষ সর্ব-প্রথম তাহার নাফসের ব্যাপারে দায়ী এবং তাহার চেষ্টিত থাকা উচিত যাহাতে সে

নিজেকে খোদাতায়ালার অসন্তোষ হইতে সংরক্ষণ করায় প্রত্যেক প্রকারে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালায়, সেখানে ইসলাম এক সমষ্টিগত জীবনের নকশাও আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে, এবং তাহা আলোচ্য আয়াতে প্রদত্ত দ্বিতীয় আদেশের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ—অর্থাৎ, নিজেদের 'আহ্‌ল' বা পরিবার-পরিজনকেও আগুন হইতে বাঁচাইতে চেষ্টিত হও। পারস্পরিক সম্পর্ক সূত্রে এবং বংশ পরম্পরায় সমগ্র মানব জাতিই 'আহ্‌ল'-এর মধ্যে শামিল যেমন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের পিতা একজন অর্থাৎ আদম; তোমরা সকলই আদমের বংশভূদ। সুতরাং 'আহ্‌ল'-এর যে ব্যাপক অর্থ উহাতে সমিষ্টিগত জীবনের পুরা নকশা আসিয়া যায়। আমাদের প্রতি এই আদেশ রহিয়াছে যে, নিজেদের সমিষ্টিগত জীবনকেও আগুন হইতে রক্ষা কর। শয়তানের দিকে লইয়া যায় এইরূপ কতক জিনিস মানুষের নাফসের সহিত সম্পৃক্ত। যেমন প্রবৃত্তির বাসনা-কামনা, লোভ লালসা, অহংকার, লোক দেখানো ভাব, দুনিয়াদারী বা সংসারাসক্তি, ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার লিপ্‌সা। কুরআন করীমের শরিয়ত ঐ যাবতীয় বিষয়ের উপর সবিস্তারে আলোকপাত করিয়াছে, যেগুলি ব্যক্তি-স্বত্তা তথা মানুষের নাফ্‌সকে পথভ্রষ্ট করার জন্য আমরা মানব জীবনে দেখিতে পাই এবং যেগুলি কাজে লাগাইয়া শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পায়।

সমষ্টিগত জীবন ব্যক্তি সমষ্টির নামান্তর; আবার সমষ্টি স্বয়ং এক অখণ্ড রূপে পরিণত হয়। সমষ্টিগত জীবন সেই অখণ্ড রূপেরই নাম, এবং ইহা যদিও দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে; তথাপি ইহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার বেশী প্রয়োজন। এই জন্য যে, ব্যক্তিকে বা নাফ্‌সকে যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, উহাও মানব সমাজের সহিত সম্পর্ক-যুক্ত। যদি সমাজ অপবিত্র ও পঙ্কিল হয়, খোদাতায়ালা হইতে সম্পর্কহীন হয়, তাহা হইলে মানুষের পক্ষে স্বয়ং তাহার নাফস বা ব্যক্তি-স্বত্তার ইসলাহ্‌ ও সংস্কারের ক্ষেত্রে বাধা-বিঘ্ন বাড়িয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ তাহাকে যে সকল আদেশ দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে এক আদেশ ইহাও যে, মানবজাতিকে খোদাতায়ালার দিকে লইয়া যাওয়া এবং এইরূপ সমাজ গড়িয়া তোলা, যাহাতে মানবজাতি খোদাতায়ালার প্রীতি লাভ করিবার পর ঐ মোকাম ও মর্যাদায় কায়েম থাকে। সুতরাং ইহা সমষ্টিগত জীবনেরও জিম্মাদারী, এবং পরোক্ষভাবে ব্যক্তি-জীবনেরও দায়িত্ব।

সমষ্টিগত জীবনকে অনিষ্ট ও আগুন হইতে সংরক্ষণ করার জন্য অধিকতর যত্ন ও চেতনার প্রয়োজন। এবং আরও প্রয়োজন ক্রমাগত দোওয়ার। এ প্রসঙ্গে আমরা যেখানে নিজেদের জন্য দোওয়া করি সেখানে সমষ্টিগত জীবনের সংস্কার ও উন্নয়নের জন্যও দোওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলকে লাভ করার চেষ্টা করা উচিত।

আমরা এই একীন ও বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ সাহেব ক'দিয়ানী আলাইহিস সালামকে মাহ্‌দী হিসাবে প্রেরণ করিয়া এই জামানায় সেই যাবতীয় প্রতিশ্রুতি ও সুসংবাদের বাহক বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, যেগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে যে, ইমাম মাহ্‌দীর জামানায় উম্মতে-মুসলেমায় অত্যন্ত ব্যাপকতার ও প্রসারের সৃষ্টি হইবে ও ইসলাম জগৎ ব্যাপী প্রাধান্য ও বিস্তার লাভ করিবে এবং ভারী সংখ্যাধিষ্ঠ মানবজাতি হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পতাকার নীচে একত্রিত হইবে। এই যে কাজ জামাত আহ্‌মদীয়ার উপর অর্পিত হইয়াছে ইহা দুই এক দিনের কাজ নয়। দুই এক বৎসরের কাজও নয়, ইহা দুই এক বংশধরের কাজও নয় বরং ইহা অতি ব্যাপকতা পূর্ণ, স্থান ও কাল উভয় দিক দিয়াই। শিশুরা জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের সুষ্ঠু ও সহি তরবীয়ত (নৈতিক ও আধ্যাত্মিক লালন ও প্রশিক্ষণ) হওয়া উচিত। নব দীক্ষিতগণেরও সহি তরবীয়ত হওয়া উচিত। আমরা তো জানি যে, জামাত আহ্‌মদীয়ার উপর আল্লাহ্‌তায়ালা বড়ই ফজল করিয়াছেন যে, ইহার দ্বারা ইসলামের গণ্ডির বাহিরে অবস্থানরত ব্যক্তিদের মধ্য হইতে কত বিপুল সংখ্যক লোক ইসলামে দাখিল হইয়াছেন এবং হইতেছেন। লক্ষ লক্ষ সংখ্যায়। পাকিস্তানে বসবাসকারী যুবকদের দৃষ্টি সেই দিকে কমই যায়। আফ্রিকায় লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি এরূপ আছেন যাহারা খৃষ্টধর্ম এবং প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ করিয়া ইসলামের সত্যতা গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইসলামের আলোকে নিজেদের হৃদয় আলোকিত করিয়াছেন। কিন্তু যখন তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করেন তখন শুরুতে স্ব স্ব ক্ষমতা, যোগ্যতা ও হিম্মত মনোযোগ অনুযায়ী শীঘ্র শীঘ্র তরবিয়ত অর্জন করেন। আবার কেহ ধীরে ধীরে তরবিয়ত প্রাপ্ত হন। কথা প্রসঙ্গে শীঘ্র তরবীয়ত প্রাপ্তি সম্পর্কিত একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়িল।

এই কয়েক দিন হইল, পশ্চিম আফ্রিকা হইতে আমার নিকট একজন মুবাল্লিগের পত্র আসিয়াছে যে, একজন খৃষ্টান মুসলমান (আহ্‌মদী) হইলেন এবং কয়েক সপ্তাহ পূরই জামাত আহ্‌মদীয়া সেখানে এক সভার আয়োজন করিলে তিনি উহাতে বক্তৃতা করিলেন এবং খৃষ্টধর্মের সহিত ইসলামের তুলনামুলক ব্যাখ্যা পেশ করিলেন, যাহা খৃষ্টানদের জন্য লজ্জা ও শিক্ষার কারণ এবং জামাতের জন্য অত্যন্ত খুশীর কারণ হইল। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে বুদ্ধি, সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও বিবেচনা-শক্তি এবং জ্ঞান দান করিয়াছিলেন, এবং মনোযোগ ও পরিশ্রম ইসলামের প্রতি তাঁহার হৃদয়ে প্রেম ও অনুরাগ এবং আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি শোকর-গোজারীর পবিত্র মনোভাব তাঁহার দৃষ্টিকে এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল যে খোদাতায়ালা আঁধার হইতে বাহির করিয়া তাঁহাকে আলোকে প্রবেশ লাভ করার তওফিক

দিয়াছেন। যে ধর্মে তিনি পূর্বে ছিলেন, অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম—সে সম্বন্ধে তিনি পূর্ব হইতে কিছু জানিতেন। কিন্তু যে ধর্মে ও যে আলোকে তিনি প্রবেশ লাভ করিয়া ছিলেন, অর্থাৎ ইসলাম—সে সম্বন্ধে তিনি খুব শীঘ্র তথা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এত জ্ঞান অর্জন করিলেন যে, মুবাল্লিগ সাহেব লিখিয়াছেন, আমাদের সকলের জন্য ইহা অত্যন্ত খুশীর কারণ হইল যে তিনি তাঁর বক্তৃতায় কত সুন্দরভাবে খৃষ্টধর্ম ও ইসলামের তুলনা করিয়া ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতেছেন।

আমি বর্ণনা করিতেছি এই যে, আমাদের সমষ্টি-জীবনের কতকগুলি সীমা তো আভ্যন্তরীণ। আমাদের শিশুরা জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের প্রতি আমাদের পূর্ণ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তাহারা বড় হয়। যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া তাহারা প্রতিপালিত হয় তাহা অত্যন্ত পঙ্কিল। আমাদের সংখ্যা খুবই কম।

সমষ্টিগত জীবনের এক প্রভাব আবহ-মণ্ডলেও সৃষ্টি হয় বা বিস্তার লাভ করে। সেই প্রকারের পারিপার্শ্বিক অবস্থা তো এখনও আমরা কায়েম করিতে পারি না। কেননা আমাদের সংখ্যা কম এবং আমাদের উপায়-উপকরণও অপ্রতুল। এই যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাই বিদ্যমান। এইগুলি হইল তরবীয়তের পথে বাধা, কিন্তু এই যাবতীয় আভ্যন্তরীণ বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও আমাদের কর্তব্য, এবং আমাদের চেষ্টা করা উচিত এবং আমরা দোওয়া করি, আমরা যেন আমাদের বংশধরদিগকে বংশ পরম্পারায় একটির পর আর একটিকে ক্রমাগত শামলাইয়া যাইতে থাকি, আল্লাহ্‌তালা ইহার তওফিক দান করুন।

তারপর, বাহিরের সীমান্ত সমূহ রহিয়াছে। ক্ষুদ্র একটি জামাত, যাহা বাড়িয়া চলিয়াছে এবং বাড়িয়া চলিয়াছে যথেষ্ট দ্রুততার সহিত। খোদাতায়ালার নিকট দোওয়া করা হইয়াছিল—"একসে হাজার হোবেঁ" ("একজন হইতে তাহারা যেন হাজারে পরিণত হয়")। এখন তো এক হইতে হাজারে পরিণত হওয়ার ব্যাপার নয়, বরং এক হইতে তাহারা লক্ষ লক্ষ হইয়াছে, বরং এক কোটিরও বেশী হইয়াছে। তিনি (হযরত ইমাম মাহ্‌দী আঃ) একা ছিলেন এবং এখনও এক শতাব্দী অতিবাহিত হয় নাই, জগৎব্যাপী তাহাদের সংখ্যা এক কোটিরও উপরে চলিয়া গিয়াছে এবং জামাত ছড়াইয়া আছে। যদি এক জায়গায় এতবড় আবাদী অবস্থান করিত, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে নিজেদের সহি সমাজ-ব্যবস্থা কয়েম করা বেশী সহজ হইত এবং পথের প্রতিবন্ধকতাও কম থাকিত। কিন্তু এমনভাবে বিস্তৃতরূপে ছড়াইয়া আছে যে, কোথাও দুই তিনটি পরিবার আছে মাত্র। আবার কোথাও তাহাদের মধ্যে দুর্বলতাও সৃষ্টি হয়। আবার কোথাও তাহাদের মধ্যে এই শান পরিলক্ষিত হয় যে, আফ্রিকার একটি উত্তর পূর্বীয় দেশের রাষ্ট্র প্রধান পশ্চিম

আফ্রিকার একটি দেশের সফরে ছিলেন। তিনি যে হোটেলে অবস্থান করিয়াছিলেন উহাতে কুরআনি করীমের ইংরেজী তরজমা রাখা ছিল। সেখানে বড় বড় হোটেলের প্রত্যেক কক্ষে (রুমে) কুরআন করীমের ইংরেজী তরজমা সেখানের জামাতসমূহ রাখিয়াছে। ইহার বড়ই ফায়েদা আছে, যেমন এখানেও হইয়াছে। সুতরাং সেই রাষ্ট্রপ্রধানের সহিত যে দুই চার জন ব্যক্তি তাঁহার Delegation-এ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন কুরআন করীমের তরজমা দেখিতে পাইলেন। উহার উপরে আমাদের মিশনের মোহর লাগানো ছিল এবং টেলিফোন নম্বরও ছিল। তিনি মিশনে ফোন করিলেন যে জামাত আহ্‌মদীয়া এখানেও কায়েম আছে? তাঁহারা বলিলেন যে, হাঁ, কায়েম আছে এবং অনেক বড়। ইহা তাঁহার জানা ছিল না। তিনি বলিলেন, আমার তো জানাই ছিল না যে, জামাত এত বিস্তার লাভ করিয়াছে। (আমি তরবিয়ত সম্পর্কে কথা বলিতেছি)। তারপর তিনি আসিয়া দেখা করিলেন, জামাতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন যে, আমাদের পিতা আহ্‌মদী হইয়াছিলেন সেখানে তিনি একা মাত্র একটি পরিবার, তাঁহাদের সেখানে কোন জামাত ছিল না। হয়ত দুই একটি পরিবার আরও আছে। কিন্তু তাঁহাদের পরস্পর কোন মিলন বা সম্পর্ক নাই। কোন কোন দেশে এক এক ব্যক্তিও আহ্‌মদী হয়। তিনি বলিলেন যে, আমরা কয়েক ভাই বোন। আমার ঠিক স্মরণ নাই, ১৯৪০ অথবা ৪২ সনে তাহাদের পিতা এন্তেকাল করিয়াছেন। সেই ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন যে, তিনি (পিতা) আমাদের মধ্যে আহ্‌মদীয়াত এরূপ মজবুতির সহিত কায়েম করিয়া গিয়াছেন যে, জগতে যা কিছুই ঘটুকনা কেন, আমরা ভাই-বোন আহ্‌মদীয়াতকে কখনও পরিত্যাগ করিতে পারি না। কিন্তু আমাদের মরকজের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। বিশেষতঃ ওয়ালেদ সাহেবের ওফাতের পর আমরা একবারে এমন হইয়া গেলাম যেমন আহ্‌মদীয়াত হইতে ছিন্ন-হারা। এই আমাদের অবস্থা। কিন্তু আমরা আহ্‌মদীয়াতকে ছাড়িয়া দিতে পারি এবং উহার সত্যতা যে আমাদের হৃদয়ে গাড়িয়া গিয়াছে, উহাতে কোনরূপ সন্দেহ সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা কখনও হইতে পারে না। এখন, সেই একা এক এক ব্যক্তি এরূপ পরিবেশের মধ্যে, যেখানে সেই দেশের প্রত্যেকটি দ্বিতীয় ব্যক্তিই তাহার বিরোধী ছিল, তাহার নিজের ঘরের সদস্যদের মধ্যে, নিজের পরিবারের মধ্যে এমনভাবে আহ্‌মদীয়াত গাড়িয়া দিয়াছেন এবং এরূপ ভাবে তাহাদের তরবিয়ত করিয়াছেন—সেই দৃশ্যও আমরা দেখিতে পাই, এবং ইহা সম্ভবপর। যদি কোথাও কোন দুর্বলতা থাকে, তাহা আমাদের নিজেদেরই দুর্বলতা।

এত জবরদস্ত ইসলামী শক্তি, যাহা এই যামানায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা জামাত আহ্‌মদীয়ার মাধ্যমেই প্রকাশিত হইয়াছে। খৃষ্টানরা কথা বলে না, ভয় পায় কথা বলিতে।

এতদ্ব্যতীত, যাহারা নাস্তিক, তাহারাও এখন আমাদের সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা করিতে বাধ্য হইতেছে। আমাদের মধ্যে যাহারা দুর্বল, তাহাদের এই ভয় যে, তাহাদের দুর্বলতা সমূহ আহ্‌মদীয়াতের বাহিরে লোক সমক্ষে প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

যাহা হউক, ক্ষুদ্র একটি জামাত; না তাহাদের কাছে টাকা-পয়সা, না আছে তাহাদের সংখ্যা বা জনবল, না তাহাদের দেশ বা রাষ্ট্র, না আছে কোন সেনাবাহিনী, না তাহাদের নিকট কোন পার্থিব অস্ত্র, না পার্থিব অস্ত্রের প্রতি তাহাদের কোন আগ্রহ ও লিপ্‌সা, না রাজনীতিতে তাহাদের কোন আসক্তি। তবে সেই শক্তিটি কি? যাহার জন্য দুনিয়া ভয় পায়—জানিনা ইহারা কি জিনিস? সেই শক্তিটি হইল সহি ও প্রকৃত ইসলামের শক্তি. যাহা আপনাদিগকে ধূলার-ধরণী হইতে তুলিয়া স্বর্গের সুউচ্চ শিখরে উন্নীত করিয়াছে। এবং আমাদের কর্তব্য, আমরা যেন "কু আনফুসাকুম ওয়া আহ্‌লীকুম নারান"-এর উপর আমল করি।

ইহাতে দুইটি আদেশ রহিয়াছে ঃ

নিজেদের নফ্‌সেরও মহাসাবা (আত্মপর্যালোচনা) করিতে থাক এবং নিজেদের সমাজে কখনও পঙ্কিলতাকে প্রবেশ করিতে দিবে না। কেননা এতদ্ব্যতীত আমরা আমাদের জিম্মাদারী সুসম্পন্ন করিতে পারি না। আমি এই জামানার কথা বলিব। জামাত আহ্‌মদীয়ার কথা বলিব। যাহা আমার আকীদা ও বিশ্বাস, তাহার কথাই বলিব। জামাত আহ্‌মদীয়ার জিম্মাদারী ইহা ব্যতিরেকে সুসম্পন্ন হইতে পারে না। শত শত, সহস্র সহস্র সংখ্যায় দেশে দেশে মানুষ আহ্‌মদী হয়। আমি পূর্বেও বলিয়াছিলাম যে, কমিউনিষ্ট দেশগুলির মধ্যে তিনটি দেশ এরূপ আছে, যেগুলির মধ্যে এখন পুনরায় প্রাণ সৃষ্টি হইয়াছে। একটি দেশ তো এরূপ ছিল, যেখানে কিছু লোক আহ্‌মদী হইয়াছিলেন কিন্তু পরে তাহাদের কোন সম্পর্ক থাকে না। এখন পুনরায় সম্পর্ক কায়েম হইয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই সেখান হইতে দাবী আসিয়াছে যে, 'আমাদের সন্তানদিগকে শামলাইবার জন্য আমাদের ভাষায় আমাদিগকে কুরআন করীমের তরজমা দিন; আমাদিগকে ইসলামের আখলাকী শিক্ষার উপর পুস্তকাদি দিন; অন্যান্য বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কিত আমাদের ভাষায় আমাদিগকে পুস্তকাদি দিন।'

ইহা সেই ফোরকান, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী শক্তি বা নিদর্শন। যাহা আমাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে। উহা আমার বা আপনাদের কোন শক্তি বলে হয় নাই। বরং ইহা একমাত্র আল্লাহতায়ালার ফজলে এবং হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কুওয়াতে কুদসিয়া (পবিত্র করণ শক্তি) এর ফলশ্রুতি বিশেষ। যে সকল

শুভ সংবাদ এই জামানা সম্পর্কে দেওয়া হইয়াছিল অবিকল তদনুযায়ী ইমাম মাহ্দী (আঃ) আসিয়াছেন এবং তাঁহার আগমনে জগতে মহান আধ্যাত্মিক বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে— যে বিপ্লব ইসলামের সপক্ষে, খাঁটি তৌহিদ কায়েম করিবার নিমিত্ত— সমগ্র বিশ্বকে উহার বেষ্টনীর মধ্যে ঘিরিয়া লইবে, যেভাবে ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে। এবং আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার সকল ওয়াদায় সত্য। সমগ্র পৃথিবী মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পতাকার নীচে সমবেত হইবে। কিন্তু ইহার জন্য আমাদিগকে সওয়াব প্রদানের উদ্দেশ্যে আমাদের উপর কিছু জিম্মাদারী ন্যাস্ত করা হইয়াছে। সেই সকল জিম্মাদারী আমাদের কখনও উপেক্ষা করা উচিত নয়।

খোদাতায়ালার নিকট দোওয়াসমূহের মাধ্যমে এই তওফিক লাভ কর যেন তরবিয়তের আভ্যন্তরিণ ফ্রন্টেও এবং বাহিরের ফ্রন্টেও তরবিয়তের যে দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা পালন করার তওফিক ও সামর্থ্য আমাদিগকে দেওয়া হয় এবং আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টিকে যেন আমরা, আমাদের ভ্রাতা-ভগ্নিগণ এবং আমাদের অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধরগণ অর্জনকারী হয়।

(সাপ্তাহিক বদর, ২৮শে এপ্রিল ১৯৭৭ইং)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

শুভ বিবাহ

গত ১২/৬/৭৮ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মসজিদে মোবারকে অবসরপ্রাপ্ত পোষ্টমাষ্টার জনাব আবদুল আলীর পুত্র সেখ মোবাশ্বের আহমদের বিবাহ ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার আহমদী পাড়া নিবাসী জনাব ধনু খান সাহেবের ৪র্থ কন্যা মুসাম্মাৎ শাহানারা খানমের সহিত ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা দেন মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান মৌলবী ছলিমুল্লা সাহেব, সদর মুয়াল্লেম।

গত ৩/৬/৭৮ইং রোজ বুধবার পাবনা জিলার নূকাশী গ্রাম নিবাসী ইমান আলী মোল্লা সাহেবের পুত্র মোঃ আবদুল কুদ্দুস সাহেবের সংগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার ঘাটুরা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার এলাহি বক্স লস্কর সাহেবের কন্যা রাফিয়া বেগমের শুভ বিবাহ ১০,০০০ (দশ হাজার টাকা) দেন মোহরে পাত্রির পিত্রালয়ে সুসম্পন্ন হয়।

সকল ভ্রাতা-ভগ্নির নিকট উভয় বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

যীশুর কবরে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হযরত ঈসা (আ:) বা যীশু এই বনিইস্রায়েল জাতির জন্যই নবীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর দাবী হল, I am not sent but unto the lost Sheep of the house of Israel (মথি ১৫ : ২৪) অর্থাৎ ইস্রায়েলের গোত্রগুলি যা অত্যাচারী রাজাদের আক্রমনে হারিয়ে গিয়েছিল তাদের জন্যই তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। ইস্রায়েলের সকল গোত্রের কাছে খোদার বাণী পৌঁছানো তাঁর প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল। তিনি যখন প্যালেষ্টাইনে আগমন করেন তখন সে দেশে মাত্র দুটি গোত্র বসবাস করছিল। তাই যীশু বলেন, "আমার আরো মেষ আছে, সে সকল এ খোয়াড়ের নয়, তাহাদিগকে আমার আনিতে হইবে এবং তাহারা আমার রব শুনিবে, তাহাতে এক পাল ও এক পালক হইবে (যোহন ১০ : ১৬)" তিনি আরো বলেছেন, "অন্য অন্য নগরেও (শ্রীনগরও তন্মধ্যে একটি) আমাকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে হইবে ; কেননা সেই জন্যই আমি প্রেরিত হইয়াছি (লুক, ৪ : ৪৩)।" অন্যত্র বলেছেন, "কোন ব্যক্তির যদি একশত মেষ থাকে আর তাহাদের মধ্যে একটি হারাইয়া যায়, তবে সেকি অন্য নিরানব্বইটা ছাড়িয়া পর্বতে গিয়া ঐ হারান মেষটির অন্বেষন করেনা?" (মথি, ১৮:১২)। এখানে যীশু তাঁর হিমালয় পর্বতে যাত্রা করার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ক্রুশের ঘটনার পর অর্থাৎ ক্রুশ থেকে মৃতবৎ অবস্থায় উদ্ধার প্রাপ্ত হয়ে বিশেষভাবে নির্মিত শৈলগুহায় শিষ্যদের সেবায় ও চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করে প্রায় চল্লিশ দিন শিষ্যদেরকে নানারূপ উপদেশ প্রদান করে যীশু ইস্রায়েলের হারান গোত্রগুলির সন্ধানে পূর্বদেশে যাত্রা করেন। এমনি ভাবে দীর্ঘদিন পথ চলে তিনি কাশ্মীরে এসে উপস্থিত হন। সেখানে যথারীতি প্রচার কার্য সমাধা করে একশত বিশ বৎসর বয়সে শ্রীনগরে প্রাণত্যাগ করেন এবং খানইয়ার মহল্লায় সমাহিত হন। সেখানে আজও তার কবর বিদ্যমান আছে। হযরত ঈসা (আ:) যে একশত বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন তা হাদীস পাঠেও জানা যায়। যেমন, "আন্না ইহাবনা মারয়ামা আশা ইশরিনা ওয়া মিয়াতা ছানাতিন" (তিবরানি প্রভৃতি)। আল্লাহ্ তা'লা যে ঈসা (আ: এবং তাঁর মাতাকে এক শ্যামল উপত্যকাময় ঝর্ণা প্রবাহিত সুউচ্চ ভূখণ্ডে আশ্রয় দিয়ে ছিলেন তা কুরআন শরীফেও স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, "ওয়া জায়াল নাবনা মারয়ামা ওয়া উম্মাহু আয়াতাও

ওয়া আও আয়না হুমা ইলা রাবওয়াতিন জাতি কারারিউ ওয়া মায়িন" (মুমিনুন, ৫১ আযাত)। বিশভিয়ে নূহ পুস্তকে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মসিহে মওউদ (আঃ) এই স্থানটিকে কাশ্মীর বলে উল্লেখ করেছেন। 'The Nazarene Gospel Restored' নামক পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে যে, যীশু ক্রুসে প্রাণত্যাগ করেননি। ক্রুশীয় ঘটনার পর তিনি পূর্বদেশে হিজরত করেন। 'Heart of Asia' পুস্তকে আছে যে শিষ্যগণ যীশুকে ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে রক্ষা করার পর তিনি কাশ্মীর আগমন করেন এবং সেখানেই মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর কবর শ্রীনগরে বিদ্যমান রয়েছে। 'নিকলাস নটোভিচ' নামক জনৈক রাশিয়ান, যীশুর কাশ্মীরে আগমন সম্বন্ধে বহু তথ্য সম্বলিত একটি পুস্তক 'Unknown life of Jesus' রচনা করেন। এলেক্সিনা লরেঞ্জার শিকাগোর ইন্দো-আমেরিকান বুক কোম্পানী থেকে এই পুস্তকটি অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। প্রখ্যাত ভ্রমনকারী প্রবোধ কুমার সান্যাল তাঁর 'দেবতাত্মা হিমালয়' নামক পুস্তকে (২য়) যীশুর ভারত আগমন এবং খানইয়ার মহল্লায় অবস্থিত সমাধি মন্দির সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অভেদানন্দ হেমিস মঠে যীশুর ভারত আগমন সম্বন্ধীয় একটি হস্ত লিখিত পুঁথি দেখে এসেছেন (বিচিত্রা, পৌষ সংখ্যা ১৯৩৬ইং)। 'নাথ নামাবলী' নামক একটি পুঁথিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'ঈশাই নাথকে' হস্ত ও পদে কীলক প্রোথিত করে তাঁর স্বদেশবাসীগণ হত্যা করার চেষ্টা করে এবং শূলে তাঁকে মৃত মনে করে কবর দেয়। কিন্তু তিনি সেই কবর থেকে পলায়ন করে আর্যভূমিতে চলে আসেন এবং হিমালয়ের পাদদেশে মঠ স্থাপন করেন। খানইয়ারিতে তাঁর সমাধি বিদ্যমান আছে (প্রবাসী, মাঘ সংখ্যা ১৩০৩ বাংলা)। 'উত্তর হিমালয় চরিত' পুস্তকে প্রবোধ কুমার সান্যাল লিখেছেন যে, পালি ভাষায় রচিত এক খানি পুঁথি হেমিস গুমফায় ছিল। এখনও পুঁথিটি লাসার পুটালা প্রাসাদের নিকট মার্বুর পার্বত্য মঠে সুরক্ষিত আছে (১৮৬ পৃষ্ঠা)। ঐ পুস্তকে খানইয়ারী মহল্লায় অবস্থিত যীশুর কবরেরও উল্লেখ আছে (১০৭ পৃঃ)। 'বিনোদন' পত্রিকায়ও যীশুর কাশ্মীর আগমন এবং খানইয়ার মহল্লার তাঁর কবরের কথা কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ এন, এইচ, হাসনাই-এর মূল প্রবন্ধ থেকে অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে (এপ্রিল, ১৯৭৪ ইং)। কাশ্মীরের ইতিহাসে আছে, "হযরত সৈয়দ নাসিরুদ্দীন খান ইয়ারীর (রহঃ) কবরের পাশে আরো একটি কবরের পাথর আছে। জনসাধারণের বিশ্বাস এখানে একজন নবী সমাহিত আছেন, যিনি বিগত কালে কাশ্মীর আগমন করেছিলেন। এই স্থানটি 'মকামে পয়গম্বর' নামে পরিচিত (তারিখে কাশ্মীর আজমীর, ৮২ পৃষ্ঠা)। এই পয়গম্বরের নাম 'ইউজ আছফ; (তাঁর কবর) মহল্লা 'আনজিমরা' অর্থাৎ যা খানইয়ার নামে পরিচিত। সেখানে অবস্থিত (ঐ) অপর এক গ্রন্থে সৈয়দ নাসিরুদ্দীন খানইয়ারী

সম্বন্ধে লিখিত আছে, "মহল্লা খানইয়ারে এই বুজুর্গের কবর ফয়েজ, বরকত এবং আনওযারে এলাহীতে পূর্ণ। তাঁর কবরের নিকটে আর একটি কবরের প্রস্তর ফলক বিদ্যমান, যা একজন নবীর কবর বলে পরিচিত, যিনি প্রাচীন কালে কাশ্মীরের অধিবাসীদের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, (ইছরারুল আখইয়ার, ৪৯ পৃ:)।" অপর একটি পুস্তকে বর্ণিত আছে, "আমি (লেখক) হিন্দুদের ধর্ম গ্রন্থে দেখেছি যে, এই ব্যক্তি হযরত ইছা রুহুল্লা নবীই (আ:) ছিলেন। যাঁর অপর নাম ইউজ আছফ (তারিখে কাশ্মীর) 'More light on the Dead Sea Scrolls' পুস্তকে Millar Burrows লিখিয়াছেন যে 'আছফ' শব্দের অর্থ 'একত্রকারী' (২৯০ ও ২১১ পৃ:) 'ইউজ' বা 'ইছুকে আছফ' এজন্যই বলা হয়েছে যে তিনি ইস্রায়েলীয়দের হারান গোত্রগুলির সন্ধান করে তাদেরকে একই পালকের অধীনে একত্রিত করার জন্য আগমন করেন। ভবিষৎ পুরাণের কোন কোন শ্লোকেও যীশুর এদেশে আগমনের সন্ধান পাওয়া যায়। এর একটি শ্লোকে 'ঈশা মাসহ' নাম পর্যন্ত উল্লেখ আছে। যথা, ঈসা মূর্তিহৃদ প্রাপ্তা নিত্য শুদ্ধা শিবকারী। ঈশা মসিহ ইতিমেস নাম প্রতিষ্ঠিতম। (প্রতিসর্গপর্ব)।

আহমদী জমাতের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর আরবী পুস্তক 'আল-হুদা'-এতে লিখেছেন, "যদি যীশুর কবরকে খনন করা হয় তাহলে তাথেকে বহু প্রমাণ প্রকাশিত হয়ে পড়বে" (১৯৭ পৃষ্ঠা)। ইদানিং এই কবরটি খনন করে দেখার ও আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। জনৈক স্পেনিশ দার্শনিক পণ্ডিত ফেবার কাইজার, তাঁর Jesus Died in Kashmir নামক পুস্তকে এই কবরটি খনন করে দেখার প্রস্তাব করেছেন ১৬৫–৬৬ পৃষ্ঠা)। কুরআন শরীফে ভবিষ্যদ্বাণী আছে, "ইজাল কুবূরু বুছিরাত" অর্থাৎ এককালে কবরগুলি খনন করা হবে। তাই আশা করা যায় অনাগত ভবিষ্যতে শ্রীনগরে অবস্থিত যীশুর কবরটিতে খনন করে দেখা হবে এবং তার ফলে এমন সব প্রমাণাদি বেড়িয়ে আসবে যে, কোন মানুষের পক্ষেই এটি যীশুর কবর নয় বলে অস্বীকার করার আর উপায় থাকবে না।

--(আল-হাজ্ব) আহমদ তৌফিক চৌধুরী

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানান যাইতেছে যে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের জনাব জিন্নত আলী ভূঞা গত ২৬/৬/৭৮ ইং রোজ শুক্রবার সকাল ৯ ঘটিকায় ইন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে অ-ইন্না-ইলাইহে রাজেউন)। মৃত্যুকালে মরহুমের ৭০ বৎসর হইয়াছিল। মরহুম ১৯২৪ সালে ১৯ বৎসর বয়সে বয়াত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং একজন সৎ ও মুখলেস আহমদী হিসাবে ইসলামের সেবায় জামাতের আজীবন খেদমত করিয়াছেন। তিনি কিছু কাল স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্টও ছিলেন। মরহুম ৫ ছেলে ৩ মেয়ে ও ২ স্ত্রী এবং বহু নাতি-নাতীন রাখিয়া ইহলীলা ত্যাগ করিয়াছেন।

ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ দোওয়া করিবেন, আল্লাহ্তায়ালা যেন মরহুমের রুহের মাগফিরাত করেন এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে ধৈর্যধারনের তওফিক দান করেন। আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের সকলের হাফেজ ও নাসের হউন। আমিন।

"হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভ" বিষয়ে

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সম্পর্কে

বৃটিশ প্রেস—

ইংলণ্ড জামাত আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে লণ্ডনে "হযরত মসীহর ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভ" বিষয়ে তিন দিন ব্যাপী যে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়, সেই উপলক্ষে লণ্ডনের **Sunday Mercury** ৪ঠা জুন ১৯৭৮ ইং তারিখে "Ahmadiyya Movement Conference" শিরোনামায় একটি Special Souvenir Issue প্রকাশ করে। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয় গুলির নিম্নে বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হইল।

খলিফা (আইঃ) সাদরে অভ্যর্থিত :
আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের বক্তব্য :
কবর অনুসন্ধান করুন :

'হযরত মসীহর ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভ' বিষয়ে আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের শেষ দিনে খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর বক্তব্য শুনিবার জন্য সমগ্র দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ হইতে দেড় হাজারেরও বেশী লোক লণ্ডনের কমনওয়েলথ ইনস্টিটিউটের গ্যালারিতে গত রবিবার সমবেত হয়। (৬৯ বৎসর বয়স্ক ও এক কোটি লোক সংখ্যা বিশিষ্ট ইসলামে আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের নেতা খলিফা হযরত মীর্যা নাসের আহ্‌মদ (আইঃ) এর আন্দোলনের বিশিষ্ট সদস্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া হলের মধ্যবর্তী গোলাকার মঞ্চ হইতে বক্তৃতা দিতেছিলেন। গাম্বিয়া, মরিশাস, সিয়েরা লিওনের হাই কমিশনার ও লাইবেরিয়ার রাষ্ট্রদূত এবং ইস্রাইলীদের ১২ গোত্রের ১২ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি এই কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন।

এক ঘন্টা ব্যাপী বক্তৃতা চলাকালে সংবাদ পত্র ও সিনেমার ফটোগ্রাফারগণ হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর বহু ফটো তোলেন। তাঁহার বৃটেন সফরের উপর

একটি Documentary film তৈরী করা হইতেছে। তিন দিনের অধিবেশনে বহু খৃষ্টান ও পাদরী যোগদান করেন। ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের রোমান ক্যাথলিক আর্চ বিশপের একজন প্রতিনিধি কার্ডিনাল হিউম ও গোলাণ্ডের রোমান ক্যাথলিক চার্চের দুইজন অফিসিয়াল প্রতিনিধি বিশেষ ভাবে এই কনফারেন্সে যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন। খলিফা তাঁহার বক্তৃতায় ঘোষণা করেন, "তৌহিদ বিশ্ব জগতের মৌলিক সত্য। আল্লাহ এক, আকাশে ও যমীনে একমাত্র তিনিই সকলের উপাসনার যোগ্য।"

আহ্‌মদীয়া মতবাদের প্রধান দাবী করেন যে, যীশু ক্রুশে মৃত্যু বরণ করেন নাই। তিনি আরোগ্য লাভ করেন এবং ইসরাইলীদের হারানো গোত্রগুলির সন্ধানে ভারতবর্ষে রওয়ানা হন এবং পরিণত বৃদ্ধ বয়সে মারা যান। কাশ্মীরের শ্রীনগরে তাঁহার সমাধি বিদ্যমান।

কনফারেন্সের দ্বিতীয় দিনে যোগদানকারী ৬০০ জন ডেলিগেট সর্ব সম্মতি ক্রমে একটি প্রস্তাব পাশ করেন এবং কবরটির "সম্মান জনক অনুসন্ধান" কার্য চালাইবার জন্য ভারত সরকারের কাছে অনুমতি লাভের আবেদন জানানো হয়। আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) সর্বপ্রথম এই কবরটিকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর কবর বলিয়া সনাক্ত করেন।

হযরতের বেগম সাহেবাও তাঁহার বৃটেন সফরে সংগী ছিলেন। এই কনফারেন্সে যোগদান করা ছাড়াও বৃটেন পরিদর্শন কালে তিনি খুবই কর্মব্যস্ততার মধ্যে তাঁহার সময় কাটান। অনেক বৃটিশ ও বিদেশী সাংবাদিক, রেডিও প্রতিনিধি ও বিবিসির টেলিভিশন প্রতিনিধিকে তিনি সাক্ষাৎ দান করেন এবং তাঁহারা তাঁহার ফটো তুলে

গাম্বিয়ার হাই কমিশনার, লণ্ডন মসজিদের ইমাম ও কনফারেন্সের প্রধান কর্মকর্তা জনাব বি, এ, রফিক, স্যার জাফরুল্লাহ্ খান ও প্রফেসার ডঃ আবদুস সালাম তাঁহাকে হীথ্রো বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর তিনি মোটর যোগে পুটনর মসজিদে উপস্থিত হন। এই আন্দোলনের এক হাজারের বেশী সদস্য তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার মোটর গাড়ীতে এই আন্দোলনের কালো ও রূপালী পতাকা সোভা পাইতেছিল। বিমান বন্দর হইতে যাওয়ার পথে গ্রুপ আকারে জামাতের লোকেরা হাত নাড়িয়া ও না'রার দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দন জানায়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে আগত ডেলিগেট ও তাঁহার বৃটেনের অনুসারীগনের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করেন ও কথাবার্তা বলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নর্থ ও মিডল্যাণ্ড হইতে বিশেষ কোচে আসিয়াছিলেন।

কনফারেন্সের উদ্বোধনী দিনে তিনি মসজিদে নামাজে ইমামতি করেন। বুধবার তিনি এম-পি টম কক্স কর্তৃক আয়োজিত সম্বর্ধনায় হাউস অব কমন্সে এক সভায় যোগদান করেন।

'সমাধিকে স্মৃতি সৌধে পরিণত করুন'

৬০০ ডেলিগেটের সর্বসম্মত প্রস্তাব :

অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে উপস্থিত ৬০০ জন ডেলিগেট সর্বসম্মত ভাবে এই প্রস্তাব পাশ করেন যে ঈসা (আঃ)-এর কবর নামে কথিত কাশ্মীরের শ্রীনগরের কবরটির "সম্মান জনক অনুসন্ধান"-এর অনুমতি দানের জন্য ভারত সরকারের নিকট আবেদন করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই কবরটিকে ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্মৃতিসৌধ হিসাবে মর্যাদা দানের জন্যও লণ্ডন মসজিদের ইমাম জনাব বি. এ. রফিক সাহেব প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং উহার জরুরী সংস্কার ও মেরামত করার জন্য ভারত সরকারের নিকট আবেদন করার প্রস্তাব করেন।

সাহায্যের আবেদন :

United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (ইউ এন এস কো) নিকট এই প্রস্তাবের একটি কপিও পাঠানো হউক এবং তাহার সংগে এই অনুরোধও করা হউক যে এই প্রতিষ্ঠান যেন ভারতীয় কতৃপক্ষকে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সাহায্য দান করে মিঃ বি, এ, রফিকও এই প্রস্তাব করেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক, ধর্মতত্ত্ববিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তি বর্গের "মসীহের ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে নিস্কৃতি লাভ" বিষয় সম্পর্কিত বহু প্রবন্ধ পঠিত হওয়ার পর এই প্রস্তাব গুলি গৃহীত হয়।

জনাব Andreas Faber Kaiser তিনি একজন বক্তা ছিলেন। তিনি জার্মানি দার্শনিক ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের পণ্ডিত। তিনি আহমদী নহেন। তিনি বলেন, 'সম্ভবতঃ শ্রীনগরের ভূগর্ভস্থ বক্ষের মধ্যেই চূড়ান্ত প্রমাণ নিহিত আছে। আমার নিজের তরফ হইতে আমি বলিতে পারি যে, যে পর্যন্ত না আমি ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে সফল হই, আমি অনুসন্ধান হইতে বিরত থাকিব না।"

যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত প্রস্তাবের পূর্ণ বিবরণ :

"আমরা 'মসীহের ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে নিস্কৃতিলাভ' বিষয়ে আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের সদস্যরা কাশ্মীরের শ্রীনগরের খানইয়ার ষ্ট্রীটে অবস্থিত রওযা বলকে (ঈসা (আঃ)-এর কবরকে) একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্মৃতিসৌধের মর্যাদা দান করার জন্য ভারত সরকারের নিকট অনুরোধ করিতেছি। এই কবরকে আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার সত্য নবী নাজারাতের ঈসা (আঃ)-এর কবর বলিয়া বিশ্বাস করি।"

"আমরা আরও অনুরোধ করি যে, ইহার নিয়মিত সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক। এবং এই কবরটিকে একটি আকর্ষণীয় সংরক্ষিত স্থানে উন্নীত করার জন্য প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার কার্য সম্পাদিত করা হউক।

"এই কবরের সত্যতা নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে আরও 'সম্মানজনক অনুসন্ধান" কার্য চালাইতে উৎসাহ দানের জন্যও আমরা অনুরোধ করিতেছি।"

ডেলীগেটদের ভীড়ের জন্য প্রথম বক্তৃতা বিলম্বিত

স্যার জাফরুল্লাহ্ খান কমনওয়েলথ ইনস্টিটিউটের থিয়েটার হলে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে উদ্বোধনী বক্তৃতার মাধ্যমে সবাইকে স্বাগত জানান। হলের মধ্যে আকর্ষণীয় পূর্ণ পুস্তকাদি ও ছবির প্রদর্শনীতে সারা দুনিয়া হইতে আগত ডেলিগেটদের ভীড় এত বেশী ছিল যে অধিবেশনের শুরু করিতে ১০ মিনিট দেরী হইয়া যায়।

স্যার জাফরুল্লাহ্ খান বলেন যে, আশা করা গিয়াছিল যে, ঈসা (আঃ) ক্রুশে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন কিনা—এই প্রশ্নের আলোচনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, কিন্তু কিছু লোক ইহা উপলব্ধি করিতে অক্ষম যে কেন এই প্রশ্ন মুসলমানদের নিকট এত গুরুতর বিষয় যে ইসলামের আহ্মদীয়া আন্দোলন এই অধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়াছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় পাশ্চাত্যদেশে ইহা এখনও যথেষ্ট ভাবে স্বীকৃত হয় নাই যে ইসলাম ইহুদী-খৃষ্টান ঐশী-প্রাত্যাদেশের চূড়ান্ত পরিণতি। এবং ঈসা (আঃ)-এর জীবন ও মরন ইহুদী ও খৃষ্টানদের নিকট যেমন অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ঠিক তেমনই মুসলমানদের নিকটও বিশেষভাবে আহ্মদীয়া আন্দোলনের সদস্যদের নিকটও ইহা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কোরআন করীমের মতে আল্লাহ্তায়ালার একজন সত্য নবী হিসাবে ঈসা (আঃ)-এর উপর ঈমান আনা অপরিহার্য। ইহুদীরা বিশ্বাস করে যে, ঈসা (আঃ) ক্রুশে মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন এবং সেই জন্য তিনি অভিশপ্ত। খৃষ্টানগণের বিশ্বাস এই যে ঈসা (আঃ) ক্রুশে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ক্রুশে মৃত্যুবরণ করিয়া তিনি অভিশপ্ত হইয়াছেন।

কোরআন করীম জোরালো ভাবে এই উভয় মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে, এবং সুস্পষ্ট ভাবে এই সত্যকে সাব্যস্ত করে যে, ঈসা (আঃ) ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে (আঃ) মূর্ছিত অবস্থায় ক্রুশ হইতে নামানো হয়। এবং তাঁহার চেতনা ফিরিয়া আনা হয়। অতঃপর ইসরাইলের বিক্ষিপ্ত গোত্রগুলির মধ্যে তিনি তাঁহার বাণী পৌঁছান। কোরআন করীম আরও সমর্থন করে যে আল্লাহ্তায়ালা প্রবাহমান ঝরণা সম্বলিত এক মনোরম উপত্যকায় তাঁহার আশ্রয় ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন।

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, ঈসা (আঃ) ১২০ বৎসরেরও বেশী সম্মানিত জীবন যাপন করিয়াছিলেন।

কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে খৃষ্টান ঐতিহ্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া গোঁড়া মুসলমান জনসাধারণ পুরাদস্তুর অসমর্থনযোগ্য এই মতবাদ গ্রহণ করে যে, ক্রুশে লটকাইবার পুর্বেই ঈসা (আঃ)-কে সশরীরে আকাশে তুলিয়া নেওয়া হয়। কিন্তু ইহা কোরআন করীমের সরাসরি বিরোধী।

আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) ক্রুশ হইতে ঈসা (আঃ)-এর উদ্ধার লাভ এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার পরিণত বয়সে স্বাভাবিক মৃত্যু লাভ সম্পর্কিত কোরআনী আকিদাকে পুনরায় সঞ্জীবিত করেন। তিনি বিগত শতাব্দীর নব্বুই উত্তর বৎসর গুলিতে ঘোষণা করেন যে ক্রুশে বিদ্ধ করণের পর তিনি ইসরাইলের বিচ্ছিন্ন গোত্রগুলির নিকট খোদার বাণী প্রচারার্থে ভ্রমণে বাহির হন। অবশেষে তিনি কাশ্মীর এলাকার ইহুদীদের সহিত বসবাস করিতে থাকেন। অতঃপর মৃত্যু বরণ করিলে শ্রীনগরে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। শ্রীনগরে তাঁহার সমাধি অনায়াসে পরিদর্শন করা সম্ভব। তিনি আরও বলেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা ঈসা (আঃ) এর ক্রুশে বিদ্ধ করণের পরবর্তী জীবনের এই ঘটনাবলী তাঁহার (আহ্‌মদ আঃ) নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন। এবং আল্লাহ্‌তারালা তাঁহার অসীম জ্ঞান দ্বারা এই সত্যের সমর্থনে ক্রমাগতভাবে ঐতিহাসিক প্রমাণ সমূহ উদঘাটিত করিতে থাকিবেন।

আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা দাবী করেন যে, তিনি ঈসা (আঃ)-এর আধ্যাত্মিক শক্তি ও ক্ষমতা লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবে ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমনের ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। সুতরাং ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু, কবর হইতে পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ, দ্বিতীয় আগমন প্রভৃতি প্রশ্নগুলি মুসলমানদের নিকট বিশেষভাবে আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের সদস্যদের নিকট অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

খলিফা (আইঃ)-এর সহিত আলাপ আলোচনার জন্য খৃষ্টানদের আহ্বান

অধিবেশনের শেষ দিনে (হযরত) খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) সোচ্চার প্রশংসা ধ্বনির মধ্যে বৃটিশ কাউন্সিল অফ চার্চেস-এর পক্ষ হইতে আলাপ আলোচনার আহ্বান গ্রহণ করেন।

হযরত সাহেব (আইঃ) বলেন যে, রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রতিনিধির সহিত পৃথক ভাবে বা অন্যান্য খৃষ্টানদের সহিত মিলিত ভাবে আলাপ আলোচনার সুযোগকে আহ্‌মদীয়া জামাত সাদরে গ্রহণ করিবে। ওয়েষ্ট মিনিসটার-এর রোমান ক্যাথলিক আর্চবিশপ কার্ডিনাল হিউম এই অধিবেশনে একজন পর্যবেক্ষক পাঠাইয়া ছিলেন।

ইংলণ্ডের বহু চার্চের বহু বিশপ এই সম্মেলনে সুভেচ্ছাবাণী পাঠাইয়া ছিলেন। লিউএসের বিশপ লিখিয়াছেন, "আপনারা সত্যের অনুসন্ধানে রত। সুতরাং আপনাদের জন্য আমার প্রার্থনা ও শুভেচ্ছা রহিল।" বাথ ও ওয়েলসের বিশপ লিখিয়াছেন, "আমি নিশ্চিত যে ইহা খুবই চিত্তাকর্ষক হইবে এবং আমি আশা করি লণ্ডনের খ্রীষ্টানগণ আপনাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিবে।"

হযরত সাহেব বলেন ঃ

হযরত সাহেব (আই:) বলেন, "ঈসা (আ:) কে আমরা একজন সত্যিকার নবী ও আল্লাহতায়ালার প্রকৃত সংবাদ-বাহক বলিয়া বিশ্বাস করি। অধিবেশনের সমস্ত অংশ ব্যাপিয়া গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত আমরা তাঁহার নাম উল্লেখ করিতেছি।

"আমি ইহা সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে চাহি যে, ইসলামের সকল দল তাহাদের নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহতায়ালার তৌহিদ, হযরত রসুলে করীম (সা:)-এর সত্যতা, তাঁহার (সা:) নবীগণের মোহর হওয়া ও অন্যান্য সকল নবীর উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পদ লাভ করার ব্যাপারে একমত। ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধেও তাহারা একই মত রাখে।"

অত:পর তিনি অন্যান্য ধর্মালম্বীদের সহিত সম্পর্কের ব্যাপারে বৃটিশ কাউন্সেল অফ চার্চেস-এর সদ্য-গঠিত কমিটির এক বিবৃতির উপর মন্তব্য করেন। কমিটির বক্তব্য হইল, "আমরা এই কনফারেন্সের ব্যাপারে কোন মন্তব্য করিতে অনিচ্ছুক যেহেতু খ্রীষ্টানগণ যেভাবে অন্যান্য ধর্মের মূলনীতির উপর আক্রমণ করিয়াছে, ঠিক একইভাবে আহমদীগণও খৃষ্টান ধর্মের মূলনীতির উপর আক্রমণ করিয়াছে।"

খলিফা (আই:)-এর বক্তব্য হইল, "আমরা এ ব্যাপারে একমত যে অন্যান্য ধর্মের উপর খৃষ্টধর্মের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আক্রমণ গুরুতর আপত্তির সম্মুখীন হইয়াছে। কিন্তু আহমদীয়া আন্দোলন যাহা বিশ্বাস ও প্রচার করে তাহা কনফারেন্সে বা অন্য যে কোন ভাবেই হোক না কেন, ঈসা (আ:) আল্লাহতায়ালার একজন সম্মানিত নবী ছিলেন এবং এমন কোন কিছুই তাঁর উপর আরোপ করা হইতে পারে না যাহা আল্লাহতায়ালার একজন নবীর উচ্চ মর্যাদালাভের ক্ষেত্রে হানিকর হইতে পারে। সুতরাং আমরা ইহাতে কোনমতে একমত হইতে পারিনা যে, অন্যান্য ধর্মের উপর খৃষ্টধর্মের আক্রমণের ন্যায় ঈসা (আ:) সম্বন্ধে আমাদের উপযুক্ত ধারণা খৃষ্টধর্মের উপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ স্বরূপ।

"ক্রুশে ঈসা (আ:)-এর মৃত্যু কলঙ্ক স্বরূপ ও আল্লাহতায়ালার ইনসাফের প্রকাশ্য অপমান স্বরূপ মনে হয়। কমিটির এই স্বীকৃতিকে আমরা স্বাগত জানাই। ইহাতে আমরা খুবই আশান্বিত, যদি এই বিষয়গুলির বাস্তবতা ভালবাসা ও সম্ভাব্য সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে আমাদের খৃষ্টান ভাইদের নিকট প্রকাশ করা হয়, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের

ভুল ধারণা পরিত্যাগ করিবেন। তখন তাঁহাদের নিকট ঈসা (আঃ)-এর ক্রুশে অভিশপ্ত মৃত্যুবরণ এবং অপরাধীর অপরাধের জন্য নিরপরাধ ব্যক্তির শাস্তি ভোগের বিশ্বাস কেবল মাত্র কলঙ্ক স্বরূপ ও আল্লাহ্‌তায়ালার বিচারের অপমান স্বরূপ বলিয়া বোধ হইবে না। বরং ইহা যে বাস্তব তাঁহারা তাহাও উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

"আমরা আনন্দিত যে, 'বৃটিশ কাউন্সিল অফ চার্চেস" এই কমিটির মাধ্যমে আমাদের মধ্যকার মত-পার্থক্যের ব্যাপারে ভবিষ্যতে লণ্ডনে বা অন্যত্র আলোচনার জন্য আহ্‌মদীয়া আন্দোলনকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন।

"আমরা এই আমন্ত্রণকে স্বাগত জানাই। আমরা এই ব্যাপারে একমত যে, এই আলাপ-আলোচনা শিষ্টাচার ও ভালবাসার মাধ্যমে হওয়া উচিত। আমরা প্রস্তাব করিতেছি যে উভয় পক্ষের সম্মত তারিখ ও শর্ত মোতাবেক এই আলাপ-আলোচনা লণ্ডন, রোম, পশ্চিম অফ্রিকার যে কোন রাজধানী, এশিয়ার যে কোন রাজধানী ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হউক।"

"আমাদের উভয়ের মধ্যে মতবাদ সংক্রান্ত মত-পার্থক্যের ব্যাপারে রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রতিনিধিদের সহিত পৃথকভাবে অথবা বৃটিশ কাউন্সিল অফ চার্চেস সহ অন্যান্য খৃষ্টান চার্চের সহিত মিলিতভাবে আলাপ-আলোচনা করিবার সুযোগ দিলে আমরা ইহাকে স্বাগত জানাইব।"

[সানডে মার্কারী (লণ্ডন), ৪ঠা জুন ১৯৭৮ ইং]

ডেইলী হেরল্ড (লণ্ডন) :

সারা দুনিয়ার দৃষ্টি আহমদীয়া কনফারেন্সের প্রতি নিবদ্ধ

লণ্ডনস্থ কমনওয়েলথ ইনসটিটিউটে এ সপ্তাহে একটি কনফারেন্সের অনুষ্ঠান হইবে' যাহার খবর সারা দুনিয়ার সংবাদ পত্রাদির পৃষ্ঠায় 'হেড লাইন' হিসাবে স্থান লাভ করিয়াছে। "মসীহের ক্রুশ হইতে নিস্কৃতি লাভ, এই বিষয়টি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকা এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহের টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদ পত্র ও ম্যাগাজিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

ইতিপূর্বে আর কখনও এই বিষয়ের উপর বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে এইভাবে বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ, প্রাচ্য-বিশারদ ও অন্যান্য বিশেজ্ঞ এবং ধর্মতত্ত্ববিদগণ একত্রে সমবেত হয় নাই।

এই কনফারেন্সে ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের রোমান ক্যাথলিক আর্চবিশপ কার্ডিনাল হিউম একজন পর্যবেক্ষক পাঠাইবেন। ইংলণ্ডের চার্চের প্রতিনিধিরাও অধিবেশনে যোগদান করিবেন।

অনেক চার্চ হইতে যাজকেরা ব্যক্তিগত ভাবে যোগদানের জন্য তাঁহাদের আসন সংরক্ষিত করিয়াছেন।

কনফারেন্স তিন দিন চলিবে এবং আগামী কাল (শুক্রবার) হইতে শুরু হইবে। প্রধান বক্তা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) শেষ দিনে বক্তৃতা করিবেন। তিনি পাকিস্তান হইতে আসিয়াছেন।

বৃটেনে পদার্পন করিলে কয়েকটি কমনওয়েলথভুক্ত দেশের হাই কমিশনার এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূত ও পুটনীর গ্রীসেনহল রোডে অবস্থিত লণ্ডন মসজিদের ইমাম তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

পুটনীর লণ্ডন মসজিদ হইতে বিশেষ বিশেষ পার্টি বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে যোগদান করিবে। কোচ ও মটর কারযোগে মিডল্যাণ্ড ও এমনকি বৃটেনের আবারডিনও প্লাইমাউথ এর ন্যায় দূরবর্তী স্থান হইতেও প্রতিনিধিরা আসিবেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া ও পশ্চিম আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ ও অন্যান্য বহুদেশ হইতে শত শত বিদেশী দর্শকবৃন্দ এই কনফারেন্সে যোগদান করিবেন।

যানবাহন ব্যবস্থা ঠিক রাখার জন্য পুটনী ও কেনসিংটনের পুলিশ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে।

এক শতেরও বেশী টেলিভিশন ও রেডিও রিপোর্টার, সাংবাদিক ও ফটো গ্রাফার অধিবেশনে যোগদানের জন্য টিকেট চাহিয়াছেন।

কনফারেন্স ও হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর ভ্রমণের ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া একটি ফিল্ম তৈরী করা হইতেছে।

লণ্ডন মসজিদের ইমাম বি, এ, রফিক সাহেব এই কনফারেন্সের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিতে শতশত স্বেচ্ছা সেবকের হাজার হাজার ঘণ্টা ব্যয় করিতে হইয়াছে।

জগদ্বাসীর সমক্ষে তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফল তুলিয়া ধারার জন্য যাহারা লণ্ডনে আসছেন তাঁহাদের সঙ্গে বহু ভাষায় আমাদের যোগাযোগ করিতে হইয়াছে।"

কনফারেনসকে "আমাদের সংগঠিত করিতে হইয়াছে। অতিথিদের থাকার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে, ছোট ছোট পুস্তিকা, টিকেট ও অন্যান্য বই-পত্র লিখতে ও ছাপাইতে হইয়াছে। নিঃসন্দেহে কাজটি বিরাট, কিন্তু খুবই আনন্দ-দায়কও বটে।"

পরিশেষে জনাব বি, এ, রফিক সাহেব বলেন, "আমাদের পরিশ্রম স্বার্থক হইবে যদি আমরা আলোচ্য বিষয়টির উপর আরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হই।"

(ডেইলী হেরল্ড (লণ্ডন), ১লা জুন ১৯৭৮ইং)

অনুবাদ : অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান

বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লার ১৯৭৮ সালের বাৎসরিক ইজতেমা

বাংলাদেশ লাজনার সকল ভগ্নীদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে আল্লাহ-তালার ফজলে আগামী জুলাই মাসের ১৬ তারিখ রোজ রবিবার বাংলাদেশ লাজনার ইজতেমা দারুত তবলীগ ৪নং বকসী বাজারে অনুষ্ঠিত হইবে। সকল লাজনা সংগঠনের লাজনা ও নাসেরাত বোনদেরকে উক্ত ইজতেমায় অংশ গ্রহণ করিয়া ধর্মীয় জ্ঞান সঞ্চয় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পথকে সুগম করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। সকলে নিজ নিজ দায়িত্বে খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করিয়া আসিবেন। নিম্নে উহার অনুষ্ঠান সূচী দেওয়া গেল :

সময় সূচী—সকাল ৮-৩০ মিঃ হইতে মাগরীব পর্যন্ত।

ইজতেমার বিষয় বস্তু :

লাজনা ইমাইল্লার জন্য :

১। লিখিত পরীক্ষা – "আদর্শ জননী" পুস্তিকা হইতে।

২। ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞান—"ইসলামী ইবাদত পুস্তকের ২য় খণ্ডের দীনি মালুমাত প্রথম ও ২য় পরিচ্ছেদ।

নাসেরাতুল আহমদীয়া :

(ক) বড়দের গ্রুপ—

(১) আমাদের শিক্ষা পুস্তিকা।

(২) তেলাওয়াতে কোরআন—সুরা বাকারা শেষ রুকু।

(৩) নিম্ন লিখিত ১২টি হাদীস অর্থ সহ—

১- سيد القوم خادمهم - অর্থ—কওমের সর্দার কওমের কাদেম স্বরূপ।

২- التائب من الذنب كمن لا ذنب له - অর্থ—গুনাহ্ হইতে তৌবাকারী ব্যক্তি এইরূপ হয় যেন সে গুনাহ্ করে নাই।

৩- اجتنبوا الغضب - অর্থ—অতিরিক্ত রাগান্বিত হওয়া থেকে বিরত থাক।

৪- ليس الخبر كالمعاينة - অর্থ—শোনা কথা দেখার সমান নয়।

৫- اكرموا اولادكم -

অর্থ :— নিজেদের আওলাদকে সম্মান কর।

৬- لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلثة ايام -

অর্থ—এক মোমেন অন্য মোমেনের সঙ্গে তিন দিনের বেশী কথা না বলিয়া থাকিলে তাহাকে মোমেন বলিয়া গন্য করা যায় না।

৭- ليس منا من غشنا

অর্থ—ধোকাবাজ লোক মুসলমান বলিয়া গণ্য নহে।

৮- عدة المؤمن كاخذ الكف

অর্থ মোমেনের ওয়াদা এরূপ সত্য হয় যেমন কোন কিছু হাতে হাতে পেয়ে যাওয়ার মত।

৯- الصلوة عماد الدين -

অর্থ—নামায দীন ইসলামের স্তম্ভ।

১০- الصيام جنة -

অর্থ—রোযা আত্মরক্ষার ঢাল স্বরূপ।

১১- الزكوة قنطرة الاسلام

অর্থ—যাকাত দীন ইসলামের সেতু।

১২- السفر قطعة من العذاب

অর্থ—সফর আযাবের একটি অংশ বিশেষ।

(খ) নাসেরাত ছোটদের গ্রুপ :

(১) ইসলামী ইবাদত পুস্তকের ২য় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছদ 'দীনি মালুমাত' এর মৌখিক পরীক্ষা।

(২) নজম প্রতিযোগিতা—"কাভী নুসরাৎ নাহি মিলতি"—হযরত মসীহ্ মাউদ (আ:)-এর লেখা নজম।

(৩) আল্লাহ্-তা'লার গুণ বাচক নাম প্রথম দিকের ২৫টি মুখস্থ।

ইহা ব্যতীত লাজনা ও নাসেরাতের সকল গ্রুপের জন্য সাম'ন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও রাখা হইয়াছে।

—সেক্রেটারী, বাংলাদেশ লাজনা ইমাউল্লা

সন্তান-তওল্লদ

মোকাররম মৌ: সৈয়দ সঈদ আহ্মদ সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র সৈয়দ মুবাশ্বের আহমদ সাহেবকে আল্লাহ্তায়ালা গত ১১ই জুন তারিখে এক কন্যা সন্তান দান করিয়াছেন। আল্লাহ্তায়ালা নবযাতকে দীর্ঘ জীবী ও খাদেমায়ে-দ্বীন করুন। আমিন। মুকাররম সৈয়দ সাহেব দীর্ঘ দিন যাবৎ অসুস্থ আছেন। তাঁহার আরোগ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্যও দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

দশ দিন ব্যাপী তালীম-তরবিয়তী ক্লাশ অনুষ্ঠিত

আল্লাহতালার অশেষ ফজল ও রহমে বিগত ১৬ই জুন হইতে ২৫ শে জুন ১৯৭৮ ইং তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়া কর্তৃক আয়োজিত দশ দিন ব্যাপী তালীম ও তরবিয়তী ক্লাশ গত রবিবার বিশেষ সাফল্যের সহিত সমাপ্ত হইয়াছে। ১৬-৬-৭৮ তারিখ শুক্রবার বাদ জুম্মা বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম জনাব আমীর সাহেব এই ক্লাশের উদ্বোধন করেন। এই মহান শিক্ষা ও তরবিয়তমূলক ক্লাশে মজলিস হইতে ১০৫ জন আতফাল ও খোদ্দাম অংশগ্রহণ করেন। যে সকল মজলিস হইতে আতফাল ও খোদ্দাম এই ক্লাশে যোগদান করেন তাহাদের নাম ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ তেজগাঁও, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, তারুয়া, ক্রোড়া, খানপুর, ময়মনসিংহ, ধানীখোলা, বীরপাইকশা, রেকাবীবাজার, খুলনা, জামালপুর (সিলেট), পটুয়াখালী, ফাজিলপুর (নোয়াখালী), মাহিগঞ্জ (রংপুর), হোসনাবাদ, নীলকমল (চাঁদপুর), তালুকপাড়া (কুমিল্লা), সোবানা ও ঘাটুরা (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া)।

ক্লাশ পরিচালনা :— বিভিন্ন বিষয়ে নিম্নোক্ত শিক্ষকগণ ক্লাশ পরিচালনা করেন :—

১) জনাব আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরুব্বী : দরসে কুরআন ও কুরআন ক্লাশ, প্রাথমিক আরবী ব্যাকরণ ক্লাশ, উর্দ্দু ক্লাশ (উচ্চতর কোর্স) এবং তালীম তরবিয়তি আলোচনা।

২) জনাব হাফেজ মোহাম্মদ ইব্রাহীম মোয়াল্লেম :—হাদিসের ক্লাশ, দ্বীনি মালুমাত ক্লাশ ও তাহাজ্জুদ নামাজ।

৩) জনাব মোঃ আজহার সাহেব, মোয়াল্লেম :- উর্দ্দু ক্লাশ (প্রাথমিক কোর্স),

৪) জনাব ক্বারী মাহফুজুল হক সাহেব; উর্দ্দু ক্লাশ (প্রাথমিক (কোর্স)।

৫) জনাব মাজহারুল হক সাহেব, উর্দ্দু ক্লাশ. ইসলাম বনাম খৃষ্টধর্ম সংক্রান্ত ক্লাশ।

৬) জনাব আহমদ তওফিক চৌধুরী সাহেব : "ইসলাম বনাম খৃষ্টধর্ম সংক্রান্ত ক্লাশ।"

৭) জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, নায়েব সদর : সাধারণ জ্ঞানের ক্লাশ, বক্তৃতা শিক্ষা ও অন্যান্য আলোচনা।

উপরোক্ত নিয়মিত ক্লাশ ছাড়াও বিভিন্ন তালীম-তরবিয়তী বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা রাখা হয়, বিশেষতঃ মোহতারম জনাব মৌলবী মুহাম্মদ সাহেব, আমীর বংলাদেশ আঃ আঃ নিম্নোক্ত বিষয় সমূহে মনোজ্ঞ আলোচনা পেশ করেন :—

ক) তালীমুল কুরআন, খ) উসওয়ায়ে হাসানা, গ) নেজামে খেলাফত এবং ঘ) লণ্ডন সফর ও পাশ্চাত্যে ইসলামের প্রয়োজনীয়তা। এতদ্ব্যতিত আরো কতকগুলি জরুরী বিষয়ে তরবিয়তী ও শিক্ষামূলক আলোচনা পেশ করেন : সর্বজনাব ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, মকবুল আহমদ খান, আলী কাশেম খান চৌধুরী, আলহাজ্ব এম, এ, সালাম, ওবায়দুর রহমান ভূইয়া, শাহ মুস্তাফিজুর রহমান ও মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কয়েকখানি পুস্তকের উপর আলোচনা করেন সর্বজনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া, আব্দুল জলিল, মোশাররফ হোসেন, মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, মোবাশ্বেরুর রহমান, খায়রুল হক ও আখতার হোসেন।

পরীক্ষা ও প্রতিযোগীতা :

কোর্সের শেষে নিম্নোক্ত বিষয়ে পরীক্ষা লওয়া হয়:

১) প্রথম পত্র: (ক) কুরআন ক্লাশ-৪০ নম্বর, খ) হাদিসের ক্লাশ-৩০ নম্বর, এবং গ) "ইসলাম বনাম খৃষ্টধর্ম"-৩০ নম্বর: মোট ১০০ নম্বর।

২) দ্বিতীয় পত্র: ক) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর লিখিত পুস্তক-৪০ দ্বীনী মালুমাত-৩০ নম্বর এবং গ) উর্দু ক্লাশ-৩০ নম্বর। মোট ১০০ নম্বর।

৩) কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা: খোদ্দাম ও আতফালের জন্য।

৪) বক্তৃতা প্রতিযোগিতা খোদ্দাম ও আতফালের জন্য।

৫) ইহা ছাড়াও উত্তম স্বভাবের জন্য কয়েকজন খোদ্দাম ও আতফালকে পুরস্কার দেওয়া হয়। যে সকল শিক্ষক প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ক্লাশ নিয়েছেন তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ 'তোহফা দেওয়া হয়।

যে সকল শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন তাহাদিগকে বিগত রবিবার (২৫-৬-৭৮ইং) সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া যাহারা লিখিত পরীক্ষায় পাশ করেন তাহাদিগকেও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

সমাপ্তি অধিবেশন :

২৫শে জুন রবিবার বিকালে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মোহতারম জনাব আমীর সাহেব বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া সমবেত খোদ্দাম ও আতফালের প্রতি তাঁহার নসিহত পূর্ণ বক্তব্য রাখেন এবং তরবীয়তী ক্লাশের প্রেরণাকে সদা জাগ্রত রাখার জন্য দোওয়া করেন। বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল অনুযায়ী খোদ্দাম ও আতফাল ভাইদের মধ্যে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন মোহতরম জনাব আমীর সাহেব। তরবীয়তী ক্লাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত সকল খোদ্দাম ও আনসারকে শুকরিয়া আদায় করেন জনাব নায়েব সদর মজলিশ। অতঃপর ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে উক্ত ক্লাশের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। (আহমদী রিপোর্ট)।

[পুরস্কার প্রাপ্ত খোদ্দাম ও আতফালের নাম পরবর্তী সংখ্যায় ছাপা হইবে]

কায়রো-বিতর্ক

মুসলিম বনাম খৃষ্টান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—হযরত মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী (রাঃ)

মোশিয়

"মোশিয় সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা ন্যায্য তাহাই করিতেন ও আপন পিতৃপুরুষ দায়ূদের সমস্ত পথে চলিতেন, তাহার দক্ষিণে কি বামে ফিরিতেন না।" (২ রাজা—২২ : ২)

যাকারিয়া এবং তাঁর স্ত্রী

"তাঁহারা দুইজন ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক ছিলেন, প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি অনুসারে নির্দোষরূপে চলিতেন।" (লুক—১ : ৬)

রাজা হেজেকিয়া (হিস্কিয়)

"তিনি ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুতে নির্ভর করিতেন ; আর তাঁহার পরে যিহূদার রাজগণের মধ্যে কেহ তাঁহার তুল্য হন নাই, তাঁহার পূর্বেও ছিলেন না। বাস্তবিক তিনি সদা প্রভুতে আসক্ত ছিলেন, তাঁহার পশ্চাদগমন হইতে ফিরিলেন না, বরং সদাপ্রভু মোশিকে যে সকল আজ্ঞা দিয়াছিলেন, সে সমস্ত পালন করিতেন। আর সদাপ্রভু তাহার সহবর্তী ছিলেন ; তিনি যে কোন স্থানে যাইতেন সফলকাম হইতেন।" (২ রাজাবলি ১৮ : ৫-৭)

"তখন হিস্কিয় ভিত্তির দিকে মুখ ফিরাইয়া সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে সদাপ্রভু, বিনয় করি, তুমি এখন স্মরণ কর ; আমি তোমার সাক্ষাতে সত্যে ও একাগ্রচিত্তে চলিয়াছি এবং তোমার দৃষ্টিতে যাহা ভাল, তাহাই করিয়াছি।" (যিশা-৩৮ : ২-৩)

মানোহ-পুত্র সিমশোন

দেবদূত তাঁর মায়ের কাছে তাঁর জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী করে বলছেন :

"অতএব সাবধান, দ্রাক্ষারস কি সুরা পান করিও না, এবং কোন অশুচি বস্তু ভোজন করিও না। কারণ দেখ, তুমি গর্ভ ধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিবে। আর তাহার মস্তকে ক্ষুর উঠিবেনা, কেননা সেই বালক গর্ভ হইতেই জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নাসরীয় হইবে।" (বিচারক—১৩ : ৪, ৫, ৭)

শামুয়েল

তিনি ইস্রায়েলের সম্মুখে তাঁর ধার্মিকতা প্রমাণিত করে তুলে ধরেন, এবং জাতি তাঁর ঈশ্বর ভক্তির সাক্ষ্য দান করে: "কাহার প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়াছি? কাহার উপরেই বা উৎপীড়ন করিয়াছি? কিম্বা আপন চক্ষু অন্ধ করিবার জন্য কাহার হস্ত হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছি? আমার বিরুদ্ধে প্রমান দাও, আমি তোমাদিগকে তাহা ফিরাইয়া দিব। তাহারা কহিল, "আপনি আমাদের প্রতি দৌরাত্ম্য করেন নাই, আমাদের উপরে উৎপীড়ন করেন নাই। কাহারও হস্ত হইতে কিছু গ্রহণ করেন নাই" তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা আমার হস্তে কোন দ্রব্য পাও নাই; এ বিষয়ে অদ্য তোমাদের বিপক্ষে সদাপ্রভু সাক্ষী, এবং তাহার অভিষিক্ত ব্যক্তি সাক্ষী। তাহারা উত্তর করিল, "তিনি সাক্ষী।".
(শামু: ১২: ৩-৫)

শিমিয়োন

লুক লিখছেন: "আর দেখ, সিমিয়োন নামে এক ব্যক্তি যেরুশালেমে ছিলেন, তিনি ধার্মিক ও ভক্ত, ইস্রায়েলের শান্ত্বনার অপেক্ষাতে থাকিতেন, এবং পবিত্র আত্মা তাঁহার উপরে ছিলেন।" (লুক ২: ২৫)

মরিয়মের স্বামী যোসেফ

"আর তাহার স্বামী যোসেফ ধার্মিক হওয়াতে ও তাঁহাকে সাধারণের কাছে নিন্দার পাত্র করিতে ইচ্ছা না করাতে গোপনে পরিত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত লইলেন।" (মথি ১: ১৯)

দৃষ্টান্তস্থলে আমি এই সকল উদাহরণ পেশ করছি। এছাড়া, আরও অনেক আছে। যেমন, নোহ, দানিয়েল ও ইয়োব সম্পর্কে বলা আছে: "হে মনুষ্য সন্তান কোন দেশ সত্য লঙ্ঘন দ্বারা আমার বিরুদ্ধে পাপ করিলে যখন আমি তাহার বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার করি, তাহার অন্নরূপ যষ্ঠি ভাঙ্গিয়া ফেলি, ও তাহার মধ্যে দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করিয়া তথাকার মনুষ্য ও পশু উচ্ছিন্ন করি; তখন তাহার মধ্যে যদি নোহ, দানিয়েল ও ইয়োব (আইয়ুব), এই তিন ব্যক্তি থাকে, তবে তাহারা আপন আপন ধার্মিকতায় আপন আপন প্রাণ মাত্র রক্ষা করিবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন।" (যিহিস্কেল ১৪: ১৩, ১৪)

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! এ হলো সেই সকল দলীল প্রমাণাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ যা আমি পেশ করেছিলাম বিতর্ক চলাকালীন সময়ে। এখন আমি সেই আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করবো যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে।

খৃষ্টান: আদম সীমালঙ্ঘন করেছিলেন। তিনি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়েছিলেন। ফলে, পতন অনিবার্য ছিল। আদমের ঔরসজাত যে কেউ সেই অবস্থায় নিপতিত হতে বাধ্য। কেবলমাত্র যীশু মসিহ, যিনি কোনো পুরুষের ঔরসজাত ছিলেন না, তিনি ছাড়া, বাদবাকী সকল মানুষই পাপী।

মুসলিম : আমি আদমের উপরে কোনো দোষারোপ করি না। ধরা যাক, তিনি পাপ করেছিলেন। কিন্তু, এতে কি করে প্রমাণিত হয় যে, অন্যান্য সকল মানুষই সেই দোষে দোষী ?

খৃষ্টান : কেননা, তারা সবাই আদম থেকে জাত এবং আদমের সন্তান।

মু : এইরূপ ধারণা করলে গোটা মানবজাতির উপরে অবিচার করা হয়। তাছাড়া, এই ধারণা পবিত্র বাইবেলের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যে, আদম পাপ করেছেন আর তাঁর সকল বংসধর কেয়ামত পর্যন্ত সেই পাপে পাপী হতে থাকবে। বাইবেল এ ব্যাপারে অত্যন্ত সুস্পষ্ট :

"সন্তানের জন্য পিতার কিম্বা পিতার জন্য সন্তানের প্রাণদণ্ড করা যাইবে না ; প্রতি জন আপন আপন পাপেই প্রাণদণ্ড ভোগ করিবে " (দ্বিতীয় বিবরণ-২৪ : ১৬)

"ব্যবস্থা গ্রন্থে, মোশির পুস্তকে সদা প্রভুর যে আজ্ঞা লিখিত আছে, তদনুসারে কার্য করিলেন, যথা সন্তানের জন্য পিতা, কিম্বা পিতার জন্য সন্তান মারা যাইবে না ; প্রতি জন আপন আপন পাপ প্রযুক্ত মরিবে।" (২ বংশাবলি-২৫ : ৪)

তৎকালে লোকে আর বলিবে না, পিতারা অম্ল দ্রাক্ষাফল খাইয়াছিলেন, তাই সন্তানের দাঁত টকিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক জন আপন আপন প্রযুক্ত মরিবে। যে ব্যক্তি অম্ল দ্রাক্ষাফল খাইবে, তাহারই দাত টকিয়া যাইবে।" (যির-৩১ : ২৯-৩০)।

"দেখ, সমস্ত প্রাণ আমার ; যেমন পিতার প্রাণ, তদ্রূপ সন্তানের প্রাণও আমার, যে প্রাণী পাপ করে সেই মরিবে। (যিহিস্কেল ১৮ : ৪)

"যে প্রাণী পাপ করে সেই মরিবে ; পিতার অপরাধ পুত্র বহণ করিবে না, ও পুত্রের অপরাধ পিতা বহণ করিবে না ; ধার্মিকের ধার্মিকতা তাহার উপরে বর্তিবে, ও দুষ্টের দুষ্টতা তাহার উপরে বর্তিবে। অধিকন্তু দুষ্ট লোক যদি আপনার কৃত সমস্ত পাপ হইতে ফিরে, ও আমার বিধি সকল পালন করে এবং ন্যায় ও ধর্মাচরণ করে, তবে সে অবশ্য বাঁচিবে ; সে মরিবে না। তাহার পূর্বকৃত কোনো অধর্ম তাহার বলিয়া স্মরণে আনা যাইবে না ; সে যে ধর্মাচরণ করিয়াছে, তাহাতে বাঁচিবে।" (যিহি—১৮:২০-২২)

খৃষ্টান পাদ্রী এই সকল কথার কোনো জবাব দিতে না পারলে এ প্রসঙ্গ এখানেই ছেড়ে দেওয়া হয়।

(ক্রমশঃ)

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬ ৮৭)

Published & Printed by Md F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A H Muhammad Ali Anwar